রাঁচি, মঙ্গলবার
11:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>267 >>25 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৬৭ >> << ২৫শে, আষাঢ় ১৪৩০>>

চীন : কিন্ডারগার্টেনে হামলায় ছয় জন নিহত, সন্দেহভাজন আটক

বেইজিং ঃ সোমবার চীনের গুয়াংদং প্রদেশে একটি কিন্ডারগার্টেনে এক ব্যক্তি ছুরি দিয়ে হামলা চালায়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় ছয়জন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। লিয়ানজিয়াং কাউন্টিতে এই ছুরি হামলার ঘটনা ঘটে। সন্দেহভাজনের বাড়ি লিয়ানজিয়াংয়ে, বয়স ২৫ বছর। পুলিশ তাকে আটক করেছে। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনার আর কোনো তথ্য মেলেনি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কেন এই হামলা, তা জানার চেষ্টা করছে তারা। স্থানীয় সরকারের এক মুখপাত্রের বরাত দিয়ে এএফপি জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে একজন শিক্ষক, দুই বাবামা এবং তিনজন শিশু রয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 65344.17 +63.72
NIFTY : 19355.90 +24.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.38 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.09 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

অপহরণ চক্রের ৯ সদস্য আটক,৩ রোহিঙ্গা শিশু উদ্ধার, এখনো নিখোঁজ ৬

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থেকে মানবপাচারকারী চক্রের ৯ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ।শনিবার (৮ জুলাই) সন্ধ্যায় এ কথা নিশ্চিত করেছেন উখিয়ায় দায়িত্বরত এপিবিএনের সহকারী পুলিশ সুপার মো. ফারুক আহমেদ। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে নুরুল আমিন (৩২), মো. ফয়সাল (১৮),শফিকুল (১৮), সাইফুল ইসলাম (২২), মিজানুর রহমান (১৮), আব্দুর রহমান (১৭), মোহাম্মদ পারভেজ (১৪) টেকনাফের স্থানীয় বাসিন্দা। আর, মো. মোবারক (১৭) ও মো. আমিন (১৭) উখিয়া ক্যাম্পের বাসিন্দা। সহকারী পুলিশ সুপার জানান, কাজের প্রলোভন দেখিয়ে, উদ্বাস্তু শিবির থেকে রোহিঙ্গা শিশু অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায় করতো এই আপরাধী চক্র। তারা মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত বলেও অভিযোগ রয়েছে। তিনি আরো বলেন, অপহৃত ৩ রোহিঙ্গা শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো নিখোঁজ রয়েছে ৬ শিশু। উদ্ধার করা রোহিঙ্গা শিশুরা হলো ক্যাম্প১৩ এর ইলিয়াসের ছেলে সৈয়দ নুর (১২), একই ক্যাম্পের সোনা মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ হাসান (১৪) ও মো. তাহেরের ছেলে আনিসুর রহমান (১৩)। আর এখনো নিখোঁজ রয়েছে নুর আলম (১৫), সৈয়দুল মোস্তফা (১১), ওসমান (১৩), রিমন (১৫), কামাল মোস্তফা (১৪) ও হারেছ (১২)। এপিবিএন৮ এর সহকারী পুলিশ সুপার মো. ফারুক আহমেদ বলেন, গত ২ জুলাই বেলা ১১টার দিকে একটি অপরাধী চক্র টেকনাফে বাগান থেকে সুপারি সংগ্রহ ও গাড়িতে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে ক্যাম্প১৩ থেকে মোহাম্মদ হাসান (১৪), আনিসুর রহমান (১৩ ও নুর আলম (১৫) কের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। এর পর তাদের আটকে রেখে স্বজনদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হয়। তিনি আরো জানান, এরপর গত ৬ জুলাই বেলা ১২টার দিকে একই অপরাধী চক্র একই কায়দায় ক্যাম্প১৩ ও আশপাশের এলাকা থেকে সৈয়দ নূর (১২), সৈয়দুল মোস্তফা (১১), ওসমান (১৩), রিমন (১৫), কামাল মোস্তফা (১৪) ও হারেছ (১২) কে অপহরণ করে টেকনাফ নিয়ে যায়। মো. ফারুক আহমেদ বলেন, অপহরণের বিষয়ে অবগত হওয়ার পর এপিবিএন বিভিন্ন উৎস ও স্থান থেকে পাওয়া গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়। এরপর শুক্রবার অভিযান চালিয়ে টেকনাফের দক্ষিণ লম্বরি পাড়া দুর্গম স্থানের সুপারি বাগানের ভেতর থেকে অপহৃত রোহিঙ্গা ৩ শিশুকে উদ্ধার করা হয়। আর, লম্বরি এলাকার বিভিন্ন দুর্গম স্থানে অভিযান চালিয়ে অপহরণ চক্রের ৯ সদস্যকে আটক করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, চক্রের সদস্যরা রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ উখিয়া টেকনাফের বিভিন্ন এলাকা থেকে সুপারি সংগ্রহের কাজসহ বিভিন্ন কাজের প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণের পর দক্ষিণ লম্বরি এলাকায় নির্জন স্থানে অপহৃতদের আটকে রাখা হয়।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর ভারত, বন্যা, ধস, মৃত ২২

নয়া দিল্লিঃ বর্ষার শুরুতেই ভয়ংকর অবস্থা হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, দিল্লির। গত তিন দিন ধরে প্রবল বৃষ্টিতে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হিমাচল প্রদেশে। সেখানে মানালি, কুলু, চাম্বা, কিন্নৌরে নদীতে চকিত বন্যা হয়েছে, প্রবল ধস নেমেছে পাহাড়ে, উত্তাল নদী একের পর এক বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা সহ প্রচুর নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে।

মানালি, কুলু, কাসোলে প্রচুর গাড়ি জলে ভেসে গেছে। প্রচুর দোকানও নদীর জলে ভেসে গেছে। বাড়ি ধসেছে। ধসের ফলে হিমাচলে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের অবস্থাও খারাপ। সেখানেও ধস ও বন্যার খবর এসেছে। প্রায় প্রতিটি নদীই বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের কাথুয়া ও সাম্বাতে বিপদসংকেত জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমেছে। তিনদিন বন্ধ থাকার পর রোববার অমরনাথ যাত্রা আবার শুরু হয়েছে।

দিল্লি ও গুড়গাঁওতে পরপর দুইদিন প্রবল বৃষ্টির পর অনেক রাস্তায় জল জমে যায়। প্রচুর গাড়ি সেখানে আটকে পড়ে। শনি ও রোববার বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে একটানা বৃষ্টি পড়তে থাকে। বর্ষার শুরুতে রাজধানীর এই অবস্থা সচরাচর দেখা যায় না। সোমবার দিল্লি ও গুড়গাঁতে সব স্কুলে ছুটি দিয়ে দেয়া হয়েছে। দিল্লি সরকার বন্যা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার জন্য ১৬টি কন্ট্রোল রুম খুলেছে। হরিয়ানা থেকে যমুনায় এক লাখ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এর ফলে যমুনার ধারে নিচু এলাকা ভেসেছে। রাজস্থান, পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও নিচু এলাকাগুলি ডুবে গেছে। প্রবল বৃষ্টির ফলে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় সব স্কুল, অফিস বন্ধ রাখা হয়েছে।

ফ্রান্সে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পুলিশি সহিংসতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ

প্যারিস ঃ পুলিশ হেফাজতে মারা যাওয়া এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের জন্য মধ্য প্যারিসে একটি স্মৃতি সমাবেশে যোগ দিতে শনিবার প্রায় ২ হাজার লোক নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার করেছে। পুলিশি বর্বরতার নিন্দা জানাতে ফ্রান্স জুড়ে মিছিল হয়েছে, কারণ দেশ জুড়ে দাঙ্গার কয়েকদিন পরও উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, দেশব্যাপী প্রায় ৫,৯০০ মানুষ রাস্তায় নামে।

অ্যাডামা ট্রাওরের মৃত্যুর সাত বছর পর, তার বোন প্যারিসের উত্তরে পার্সান এবং বিউমন্ট সুর ওইসে একটি বার্ষিক স্মারক মার্চের নেতৃত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু প্যারিসের কাছে একটি ট্রাফিক স্টপে ১৭ বছর বয়সী নাহেলকে পুলিশ হত্যার ফলে সাম্প্রতিক অস্থিরতা ফিরে আসার আশংকায় আদালত রায় দিয়েছে যে মিছিলটির অনুমতি দিলে জনসাধারণের জন্য সমস্যার সম্ভাবনা খুব বেশি। টুইটারে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে, অ্যাডামার বড় বোন আসা ট্রাওরে এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছেন।

তিনি বলেন,সরকার আগুনে ঘি ঢালার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আমার ছোট ভাইয়ের মৃত্যুকে মর্যাদা দিতে নারাজ।

পরিবর্তে তিনি সেন্ট্রাল প্যারিসের প্লেস দে লা রিপাবলিকের একটি সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন পুরো বিশ্বকে জানাতে যে মৃতদের অস্তিত্বের অধিকার আছে, এমনকি মৃত্যুতেও।

সমাবেশে তিনি বলেন,পুলিশের বর্বরতার নিন্দা করতে আমরা তরুণদের জন্য মিছিল করছি। তারা আমাদের মৃত্যুকে আড়াল করতে চায়। তাঁর সাথে কয়েকজন আইনপ্রণেতাও দেখা করেন। তাঁর কথায়, তারা নব্য নাৎসিদের মিছিলের অনুমতি দেয়, কিন্তু তারা আমাদের মিছিল করার অনুমতি দেয় না। ফ্রান্স আমাদের নৈতিক শিক্ষা দিতে পারে না। এই দেশের পুলিশ বর্ণবাদী এবং সহিংস।

ন্যাটোর সদস্য হতে প্রস্তুত নয় ইউক্রেন ঃ বাইডেন

নিউ ইয়র্ক ঃ ইউরোপ সফরে বাইডেন। যোগ দেবেন ন্যাটো বৈঠকে। বললেন, ইউক্রেন এখনই ন্যাটোর সদস্য হতে প্রস্তুত নয়। বাইডেন প্রথমে গেছেন লন্ডন। সেখানে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ও রাজা চার্লসের সঙ্গে দেখা করবেন। চার্লসের সঙ্গে তার আলোচনা হবে মূলত জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে। সোমবার রাতে তিনি যাবেন লিথুয়ানিয়ায়। সেখানেই এবার ন্যাটো বৈঠক হবে। এরপর বাইডেনের ফিনল্যান্ড যাওয়ার কথা আছে। ফিনল্যান্ডই ন্যাটোর নতুন সদস্য হয়েছে। ন্যাটো বৈঠকে এবার ইউক্রেন ও সুইডেনের সদস্য হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। সুইডেনকে ,সদস্য করতে তুরস্ক রাজি নয়। আর ন্যাটোর নিয়ম হলো, সমস্ত দেশ রাজি না হলে কোনো নতুন দেশ সদস্য হতে পারে না। ন্যাটো সদস্য হওয়ার জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি প্রবলভাবে চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাইডেন জানিয়ে দিয়েছেন, ন্যাটোর সদস্য হওয়ার জন্য ইউক্রেন এখনো প্রস্তুত নয়। তিনি সিএনএনকে বলেছেন, ''আমার মনে হয় না, ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্য হওয়ার জন্য প্রস্তুত।'' বাইডেনের এই মন্তব্যের পর ইউক্রেনের সদস্য হওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। বাইডেন বলেছেন, তিনি আশা করেন, ইউক্রেন যাতে ন্যাটোর সদস্য হতে পারে, তার জন্য ন্যাটোর নেতারা একটা যুক্তিসঙ্গত পথ তৈরি করবেন। ন্যাটোর সদস্য হতে গেলে সবকটি শর্ত পূরণ করতে হবে ইউক্রেনকে। সম্পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি বিষয় আছে।

বাইডেন বলেছেন, ''ইউক্রেনকে ন্যাটোর মধ্যে নিয়ে আসার অর্থ হলো, রাশিয়ার সঙ্গে সার্বিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া।''

মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, ইউক্রেনের সদস্য হওয়ার জন্য আরো কিছুটা সময় লাগবে। ইউক্রেনকে আশ্বস্ত করে বাইডেন বলেছেন, ''অ্যামেরিকা তাদের সব ধরনের সাহায্য করে যাবে। ইসরায়েলকে যেভাবে সাহায্য করা হয়, সেভাবেই ইউক্রেনকে সাহায্য করা হবে।''

লন্ডনে আসার আগে বাইডেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর্দোয়ানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। বাইডেন তাকে জানিয়েছেন, অ্যামেরিকা চায়, সুইডেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ন্যাটোয় যোগ দিক।

বাইডেনকে এর্দোয়ান বলেছেন, তার জন্য সুইডেনকে ঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলেই তুরস্ক তাদের সমর্থন করবে। সুইডেন এখনো পর্যন্ত যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা যথেষ্ট নয়। পিকেকে সমর্থকেরা এখনো সেখানে বিক্ষোভ দেখিয়ে যাচ্ছে। তুরস্কের দাবি, পিকেকেকে জঙ্গি সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

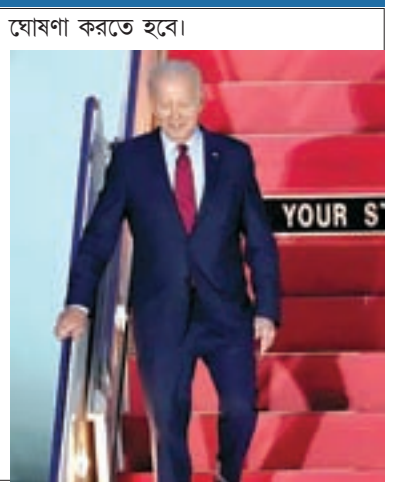

দাবি

এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ইলিশ ভালো মিলছে বলে মনে করছেন জেলেরা

কেন্দ্রীয় বাহিনী বসেছিল, নিয়োগ করা হয়নি ঃ বিএসএফ আইজি

কলকাতা ঃ পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বুথে ডিউটি না দিয়ে অনেক জায়গায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল, দাবি বিএসএফ আইজির।

চরম সহিংসতার মধ্যে শেষ হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। যেসব বুথে সোমবার আবার ভোট হচ্ছে, সেখান থেকেও সহিংসতার খবর আসছে। কিন্তু শনিবার ভোটের দিন বহু কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মোতায়েনই করা হয়নি। তারপর প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্যে আসা ৬৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী গেল কোথায়? বিএসএফের আইজি নির্বাচন কমিশনকে একটা চিঠি লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, ''শুক্রবার রাত থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী বসেছিল। উত্তেজনাপ্রবণ জেলা ও বুথে বাহিনী ছিল না। কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সেই জায়গায় পাঠানো হলো না?''

আইজির অভিযোগ, ''যেখানেই কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়েছে, সেখানেই তাদের বসিয়ে রাখা হয়েছে। থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয়নি।'' তার অভিযোগ, ''স্পর্শকাতর বুথের তালিকাও তাদের দেয়া হয়নি। তাই বাহিনীকে সেখানে পাঠানোও যায়নি।'' এরপর নির্বাচন কমিশনার বিএসএফের আইজিকে ডেকে পাঠান। কমিশনের দাবি, উত্তেজনাপ্রবণ বুথের তালিকা দিয়ে দেয়া হয়েছিল। জেলাশাসকদেরও সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

আইজির বক্তব্য, ''ব্যবস্থাপনার প্রবল সমস্যা ছিল। বাহিনী কোথায় আছে, তার খোঁজ প্রশাসন রাখেনি। বাহিনীকে বুথে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি।''

ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও জানিয়েছিল, বাহিনী চাওয়ার পর তাদের কোথায় পাঠাতে হবে তা বলেনি নির্বাচন কমিশন। বাহিনীকে ট্রেন বা অন্য বাহনে করে নিয়ে যাওয়া হয়। আগে থেকে না জানালে সেই ব্যবস্থা করা যায় না।

প্রবীণ সাংবাদিক জয়ন্ত ভট্টাচার্য বলেছেন, ''পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি রাজ্য প্রশাসনের হাতে থাকে। অতীতেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে প্রচুর উঠেছে। তাদের বসিয়ে রাখার বিষয়টি সামনে এসেছে। এবারও তাই হলো। আর পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে এবং তারা তৎপর থাকলে হয়ত এত প্রাণ যেত না।''

তবে সাংবাদিক আশিস গুপ্তের মতে, ''এত কম সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বুথে পৌঁছানোর কাজটা খুবই কঠিন। তার জন্য অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়। না হলে পঞ্চায়েতের মতো তৃণমূল স্তরের নির্বাচনে, যেখানে ৬১ হাজারের বেশি বুথ ছিল, সেখানে তাদের নিয়োগ করটা খুব সহজ কথা নয়।''

প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র জানিয়েছেন, ''রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিযুক্ত হওয়ার একদিনের মধ্যে রাজীব সিং ভোটের দিন ঘোষণা করে দিলেন। তারপর হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে মামলা নিয়ে অনেকটা সময় গেল। এরপর কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেও তাদের নিয়োগ নিয়ে অভিয়োগ উঠেছে। পঞ্চায়েতে ভয়ংকর সহিংসতা হয়েছে। এর ফলে রাজ্য সরকার বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি ধাক্কা খাবে।''

কমিশন বলছে, উত্তেজনাপ্রবণ বুথের তালিকা দেয়া হয়েছে, আইজি বলছেন, দেয়া হয়নি। কমিশন বলছে, উত্তেজনাপ্রবণ বুথের তালিকা দেয়া হয়েছে, আইজি বলছেন, দেয়া হয়নি।

শুভাশিস জানিয়েছেন, ২০০৩ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত পাঁচটি পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২৭০ জনের প্রাণ গেল।

জুম্মাগছের বুথ পরিদর্শনে যান জলপাইগুড়ি জেলার বিশেষ পর্যবেক্ষক সুজাতা বসু

জলপাইগুড়ি ঃ নির্বাচনের পর থেকেই রাজগঞ্জ ব্লকের জুম্মাগছে সিপিএম ও কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালাতে শুরু করে পুলিশ এবং তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। শনিবার রাত থেকে রবিবার রাত পর্যন্ত দফায় দফায় চালানো হয় হামলা। খুঁজে খুঁজে জোট প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায় পুলিশ বলে অভিযোগ। লুট করে নেওয়া হয় টাকা পয়সা সহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র। পুনর্নির্বাচনে ভোট দিতে গেলে গ্রেফতার করে নেওয়ার হুমকিও দেয় পুলিশ বলে অভিযোগ উঠেছে।ঘটনার পর থেকেই ঘর ছাড়া বহু কর্মী সমর্থক। থমথমে পরিবেশ রয়েছে জুম্মাগছ সহ চতুরাগছ,খোয়ারকাটা গ্রামে।নথি নিয়ে নেওয়ার ফলে এদিন ভোট দিতে পারেননি অনেকে। সোমবার পুনর্নির্বাচনের দিন জুম্মাগছের ওই বুথ পরিদর্শনে যান জলপাইগুড়ি জেলার বিশেষ পর্যবেক্ষক সুজাতা বসু। আর তাকে সামনে পেয়েই তৃণমূল এবং পুলিশি অত্যাচারের কথা তুলে ধরে নিগৃহীত পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন সুজাতা বসু। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

ট্রেনের ভেতরে থাকা শৌচাগার থেকে গ্রেপ্তার করা হল এক বাংলাদেশী যুবককে

জলপাইগুড়ি ট্রেনের ভেতরে থাকা শৌচাগার থেকে গ্রেপ্তার করা হল এক বাংলাদেশী যুবককে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে আরপিএফ জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে যায় ওই বাংলাদেশী। প্রায় ১৬ দিন আগে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে ভারতে ঘোরাঘুরি করছিল ওই বাংলাদেশী যুবক।সোমবার ট্রেনের শৌচাগারে লুকিয়ে থাকার সময় জলপাইগুড়ির আরপিএফ এর হাতে ধরা পড়ে যায় ওই যুবক। হলদিবাড়ি এনজেপি লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ভেতর থেকে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে আটক করা হয় তাকে। ধৃত যুবকের নাম মহরম আলি (২৮) বাবার নাম মহম্মদ রমিজ আলি। ধৃত যুবকের দাবি বাংলাদেশের সিলেট শহরের বাসিন্দা সে। বেআইনিভাবে ট্রেনে যাতায়াতের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে ট্রেনের বাথরুমে লুকিয়ে ছিল ওই বাংলাদেশী। ট্রেনের বাথরুমের ভেতর থেকে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় উদ্ধার করা হয় তাকে। এই ঘটনার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ট্রেনটি জলপাইগুড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে। ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে আরপিএফ।

সোমবার মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই ভোট দিলেন, শনিবার বুথ লুটেরাদের হাতে আক্রান

জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুরের ১৮২২৫ নম্বর হাকিমপাড়া বুথে সোমবার চলছে পূনরায় ভোট গ্রহণ, শনিবার এই বুথেই বিকেলে হামলা চালিয়েছিল বুথ লুটেরাদের দল বলে অভিযোগ। যাতে অন্যান্য দের সঙ্গে গুরুতর আহত হয়েছিলেন, এলাকার বিজেপি প্রার্থীর বাবা সেকেন্দ্র রায়।পূনরায় ভোট দানের পর সংবাদ মাধ্যমের সামনে গত শনিবারের ঘটনার বর্ণনা দিলেন এই প্রবীণ ভোটদাতা। মোটের উপর ভোট চলছে শান্তিপূর্ণ ভাবেই।

ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ইসলামপুরে। তৃনমূল ও নির্দলের মধ্যে সংঘর্ষ জখম পাঁচ

উত্তর দিনাজপুর ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ইসলামপুরে। তৃনমূল ও নির্দলের মধ্যে সংঘর্ষ জখম পাঁচ। ঘটনাটি ইসলামপুর ব্লকের রুইয়া এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠি উঁচু করে তাড়া পুলিশের। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।জানা গিয়েছে এদিন সকালে রুইয়া গ্রামের এক তৃনমূল কর্মী বাজার করতে গিয়েছিল। সেখানে নির্দলের সমর্থকেরা ওই তৃণমূল কর্মীকে মারধর করে বলে অভিযোগ। সেই খবর রুইয়া গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই তৃণমূল ও নির্দলদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ঘরবাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠে নির্দলদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তৃণমূলের প্রার্থী সহ দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন জখম হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ইসলামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

কোচবিহারের সিতাই বিধানসভায় বুথের পাশে বোমাবাজি, আতঙ্কে ভোটাররা

কোচবিহার ঃ কোচবিহারের সিতাই বিধানসভার শিবেশ্বর ৬১৭২ নং বুথে শুরু হলো পুনঃনির্বাচনের ভোটদান প্রক্রিয়া, বুথের পাশে চললো বোমাবাজি। সোমবার সকাল সাতটা থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উপস্থিতিতে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে সুষ্ঠভাবে ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে ভোট কেন্দ্রের অদূরে বোমাবাজির শব্দে ভোট কেন্দ্রে আসা ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সাধারণ ভোটারদের আশ্বস্ত করেন।যদিও বোমাবাজির শব্দের কথা প্রার্থীরা স্বীকার করলেও, কে বা কারা করছেন সেই বিষয়ে খোলসা করে কিছু জানায়নি।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছালেন মৃত বিজেপির এজেন্ট মাধব বিশ্বাসের পরিবার

কোচবিহার ঃ কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের ফলিমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৮ নম্বর বুথে বিজেপির এজেন্ট মাধব বিশ্বাসের মৃত্যুর পর শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। আজ ৩৮ নম্বর বুথে পুনঃ নির্বাচন। নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই ৩৮ নম্বর বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন। কিন্তু সেই লম্বা লাইনে দেখা মিলল না মাধব বিশ্বাসের পরিবারের। মাধব বিশ্বাসের পরিবার একদিকে যেমন শোকাহত অন্যদিকে আতঙ্কে নিজেদের ঘর বন্ধ করে রেখেছেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও আতঙ্কের কারণে তারা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার সাহস জোগাতে পারছিল না। তারা চাইছিল নিরাপত্তা। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গেলে আবার যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই আতঙ্কেই তারা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়া থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল। সংবাদমাধ্যম তাদের বাড়ি পৌঁছতেই তারা দাবি জানায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য তারা নিরাপত্তা চায়। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বরা আশ্বস্ত করলেও তারা সাহস যোগাতে পারে না। অবশেষে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় পুলিশ ভ্যানে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে।কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় এবং পুলিশের সহযোগিতায় তারা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে তাদের ভোটাধিকার প্রযোগ করে। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। তাদের ভোটাধিকারের পর তারা একটাই দাবি জানায় মাধব বিশ্বাসের মৃত্যুর বিচার চায়।

মালদহের রতুয়া ২ নং ব্লকের মহানন্দা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬৯ বুথে এখনো পর্যন্ত পুনর নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়নি

মালদাঃ মালদহের রতুয়া ২ নং ব্লকের মহানন্দা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬৯ বুথে এখনো পর্যন্ত পুনর নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সকাল সাতটা থেকে ভোটারদের লাইন। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের বিশেষ দল রয়েছে। তবে গত শনিবারের নির্বাচনে এই বুথে ব্যালট বাক্স লুট ছাপ্পা ভোট ইত্যাদি সহ গন্ডগোল, যার দরুন এখনো পর্যন্ত বুথের মধ্যে ছিড়ে ছুটে রয়েছে ব্যালট পেপার।এখনো পর্যন্ত দেড় ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও এখনো পর্যন্ত পুনর্নির্বাচন শুরু হল না মালদহের রতুয়া ২ নং ব্লকের মহানন্দা হাই স্কুলের ৬৯ বুথে। ভোটাররা সকাল পাঁচটা কেউবা ছটা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে তবুও চালু করতে পারেনি নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ভোট প্রক্রিয়া। এতে ক্ষোভ প্রকাশ ভোটারদের একাংশের।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় সোমবার সকাল ৭ টা থেকে মালদহের জেলার বামনগোলা ব্লকের সাদুলীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৮ নাম্বার বুথে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে শুরু হল পুনর্নির্বাচন

মালদাঃ কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় সোমবার সকাল ৭ টা থেকে মালদহের জেলার বামনগোলা ব্লকের সাদুলীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৮ নাম্বার বুথে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে শুরু হল পুনর্নির্বাচন । ভোট দিতে সাত সকালে ভোটারদের ভিড় দেখা মেলেনি গত আট তারিখে ভোটকেন্দ্রে ঝামেলা সৃষ্টি হয় এদিন সকালে দেখা মেলেনি ভোটারদের।অবশেষে বামনগোলা থানার পুলিশ প্রশাসন কেন্দ্র বাহিনীকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে রুটমার্চের মধ্যেদিয়ে ভোটারদের ভোটদানের জন্য আবেদন করেন তাদের পাশে রয়েছে প্রশাসন ভোট দানে কোন সমস্যা হবে না তাদের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে গাড়ি ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রের বাইরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের কড়া নিরাপত্তা। ভোট শুরুতে এখনো পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ চলছে

মালদা জেলার গাজোল ব্লকের মাঝরা অঞ্চলের বলরামপুর ২১৭ নাম্বার বুথে পুনর্নির্বাচন শুরু হয়েছে

মালদা মালদা জেলার গাজোল ব্লকের মাঝরা অঞ্চলের বলরামপুর ২১৭ নাম্বার বুথে পুনর্নির্বাচন শুরু হয়েছে। সোমবার সকাল ৯ থেকে ভোট প্রক্রিয়া চলছে শান্তিপূর্ণভাবে । এর পাশাপাশি মালদা জেলার ১১০ টি বুথে এখনো পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে পুনরায় ভোটদান চলছে। সাধারন ভোটার থেকে প্রার্থী তারা জানান যে কেন্দ্র বাহিনী থেকে রাজ্য পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বেশ সহযোগিতা করছে এমনটা জানান। আবার সাধারণ ভোটার জানান যে সাধারণ ভোটার তারা তাদের মধ্যে আতঙ্কর একটি রয়েই বা দিনমজুরি দিন খাটটে তারা অনেকে কাজে চলে গেছেন সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ভোটে যে উৎসাহিত তা নেই বলে জানান । জেলা জুড়ে এদিন শান্তিপূর্ণভাবেই সকাল থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। তবে বেশ কিছু জায়গায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোট শুরু না হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনার পক্ষ থেকে জেলা জুড়ে চলছে পুনঃনির্বাচন

দ্বিতীয়বারের পুনর্নির্বাচনের অশান্তি ছবি মালদহের পুকুরিয়া এলাকায়

মালদা দ্বিতীয়বারের পুনর্নির্বাচনের অশান্তি ছবি মালদহের পুকুরিয়া এলাকায়। রতুয়া দুই নং ব্লকের ভরতপুর অঞ্চলের বকুলপুর ২৩ নং বুথে কার্যত সকাল থেকে অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আটকে প্রভাবিত করার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আতঙ্কে ভোটাররা। খবর পেয়ে কটনের স্কুলে পৌঁছায় বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী। এ মুহূর্তে চলছে রুটমার্চ। আপাতত পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে এলাকায়। বিরোধীরা অভিযোগ তুলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বোমাবাজি নিয়ে বুথকে ক্যাপচার করার চেষ্টা চালাচ্ছিল।

বৃষ্টি মাথায় নিয়েই জলপাইগুড়ি তে শুরু হলো পুনরায় ভোট গ্রহন

জলপাইগুড়ি ঃ সকাল থেকে মুশলধারায় বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টি মাথায় নিয়েই জলপাইগুড়ি তে শুরু হলো পুনরায় ভোট গ্রহন। অশান্তি, ব্যালট লুট,ভাঙচুর সহ একাধিক কারনে জলপাইগুড়ি জেলায় ১৪টি বুথে মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গিয়ে ছিলো ভোট গ্রহন প্রক্রিয়া।কমিশনের নির্দেশে সোমবার সকাল থেকে পুনরায় শুরু হলো ভোট গ্রহন।জলপাইগুড়ি জেলার ১৪ টি বুথের মধ্যে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে ২ টি,রাজগঞ্জে ৯ টি,মালবাজারে ১ টি,মেটেলি তে ১ টি এবং নাগরাকাটা ব্লকের ১ টি বুথে পুনর্নির্বাচন হচ্ছে। সকাল থেকে কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহন। প্রতিটি বুথে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে বৃষ্টির কারনে সমস্যায় পড়েছেন ভোটাররা। ছাতা মাথায় করে ভোট গ্রহন কেন্দ্রে আসছেন তারা। সকলেই যাতে ভোট দিতে পারেন তার জন্য ভোর থেকে গ্রামে গ্রামে প্রচার করছে প্রশাসন।

বীরভূমে খালি গায়ে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) রাজ্যজুড়ে ভোট লুট,হত্যা,সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরী করে গণতন্ত্রের উৎসবকে জঙ্গলরাজে পরিণত করেছে তৃণমূল অভিযোগ বিজেপির । তারই প্রতিবাদে দশ জুলাই সোমবার বীরভূম জেলার প্রশাসনভবনের সামনে খালি গায়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি । বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, গনতন্ত্রের নামে ভোট লুট হত্যা করেছে তৃণমূল তাতে সাহায্য করেছে পুলিশ । প্রশাসন উলঙ্গ হয়ে গিয়েছে তাই বিজেপির কার্যকর্তারা খালি গায়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছে । খয়রাশোল ব্লকের ময়নাডাল গ্রামে গ্রামবাসীদের নামে ৩০৭ ধারায় মামলা করেছে পুলিশ । ময়নাডাল গ্রাম জনমানবশূন্য । তৃনমূল জিততে পারবে না বলে আবার বীরভূম জেলার চোদ্দোটি বুথে পুনঃনির্বাচন করাচ্ছে । প্রশাসন নিরপেক্ষ না হলে আগামীদিনে বীরভূম জেলায় আগুন জ্বালবে আর তারজন্য দায়ি থাকবে প্রশাসন ।

বিস্ফোরক উদ্ধারে গ্রেপ্তার তৃণমূল প্রার্থী

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) সোমবার বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় নলহাটি একনং ব্লকের বানিওড় গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী মনোজ ঘোষকে গ্রেপ্তার করলো এনআইএ । দুইবার নোটিশ দিয়ে ডাকা হয়েছিল কিন্তু উপস্থিত হয় নি তৃণমূল প্রার্থী । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোপনসূত্রে খবর পেয়ে নলহাটি একনং ব্লকের বাহাদুরপুর গ্রামে পাথর ব্যবসায়ী মনোজ ঘোষের অফিস রাজলক্ষী এন্টারপ্রাইজে আঠাশে জুন সকাল সাতটা থেকে তল্লাশি করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) । দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত চলে তল্লাশি । পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি দেশী পিস্তল,চারটে কার্তুজ,একশো তিরিশ জিলোটিন স্টিক,একটি নজর ক্যামেরার ডিভিআর,পঞ্চাশ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করে এনআইএ । মনোজের হিসাব নিকাশ অফিস সিল করে দিয়েছে এনআইএ । অভিযানের খবর পেয়ে এলাকা ছেড়েছিল মনোজ ।

টায়ার জ্বালিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে প্রতিবাদ বিজেপির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) রাজ্যজুড়ে ভোট লুট,হত্যা, সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরী করে গণতন্ত্রের উৎসবকে জঙ্গলরাজে পরিণত করেছে তৃণমূল অভিযোগ বিজেপির । তারই প্রতিবাদে বীরভূম জেলার প্রশাসনভবনের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানায় বিজেপি । খালি গায়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপিকমীরা । ডুগডুগি বাজিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা । ধ্রুব সাহা বলেন, গনতন্ত্রের নামে ভোট লুট হত্যা করেছে তৃণমূল তাতে সাহায্য করেছে পুলিশ । প্রশাসন উলঙ্গ হয়ে গিয়েছে তাই বিজেপির কার্যকর্তারা খালি গায়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছে । খয়রাশোল ব্লকের পাঁচড়া গ্রামপঞ্চায়েতের ময়নাডাল গ্রামে গ্রামবাসীদের নামে ৩০৭ ধারায় মামলা করেছে পুলিশ । ময়নাডাল গ্রাম জনমানবশূন্য । তৃনমূল জিততে পারবে না বলে আবার বীরভূম জেলার চোদ্দোটি বুথে পুনঃনির্বাচন করাচ্ছে । প্রশাসন নিরপেক্ষ না হলে আগামীদিনে বীরভূম জেলায় আগুন জ্বালবে আর তারজন্য দায়ি থাকবে প্রশাসন ।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ব্রিটিশ আমলের কাঞ্চা কালী বাড়ির বাৎসরিক কালীপুজো অনুষ্ঠিত হলো

শিলিগুড়ি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ব্রিটিশ আমলের কাঞ্চা কালী বাড়ির বাৎসরিক কালীপুজো অনুষ্ঠিত হলো। আজ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছে মহানন্দা নদী। ওপার বাংলা এপার বাংলায় ব্রিটিশ আমলে। এখানে একটি কাঁঠাল গাছ ও পাকুর গাছের একসাথে ব্রিটিশ আমলের স্মৃতি রয়েছে ।এই মন্দিরে জানা যায় স্থানীয়রা জানান প্রায় আড়াইশো বছরের পুরনো এই কালী মন্দির। ব্রিটিশ আমলে এখানে ব্রিটিশরা ফাঁসি দিতেন ।তখন থেকেই ফাঁসিদেওয়ার নাম উঠে এসেছে। আগে দিনের মানুষরা ছোট করে পূজা করতেন এখানে। এখন ধুমধাম করে পুজো হয়।এই মন্দিরে গ্রামের দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। এ বছর একটু আলাদা কারণ কাঁটাতারের ভিতর পড়ে গিয়েছে মন্দির ।পাহারায় রয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ।তাদের অনুমতি নিয়েই সেখানে প্রবেশ করে পুজো করছে। নিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দারা পুজো শুরু হয়েছে দুপুর থেকে। পুণ্যার্থীদের জন্য পুজো কমিটির উদ্যোক্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পূজা পরিচালনা করার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। পাশাপাশি খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হবে সন্ধ্যা ।এলাকার মহিলাদের মধ্যে এই পুজো ঘিরে একটু আনন্দ উপভোগ করছেন। মূলত এই এলাকায় সুপরিচিত কাঞ্চা কালীবাড়ি মন্দির আগামীতে আরো ভালো করে এই পুজো করতে চান উদ্যোক্তারা।

কালচিনি ভাটপাড়া চা বাগানে ১১১৪২ নং বুথে শুরু হলো পূনঃ নির্বাচন

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ভাটপাড়া চা বাগানে ১১১৪২ নং বুথে শুরু হলো পূনঃ নির্বাচন। সকাল থেকে ১৪২ নং বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন। এই বুথে ভোটার সংখ্যা ১০৫৮।উল্লেখ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রথম দিন রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে বারবার অশান্তি পাকানোর অভিযোগ উঠেছিল। যার জেরে বন্ধ হয়ে যায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া।তবে সোমবার সকাল থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে। রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভোটারদের লাইন সকাল থেকে চোখে পড়ছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে রাজ্য পুলিশের বিশাল বাহিনী সেখানে উপস্থিত আছে।সকাল থেকে কোনও অশান্তির খবর নেই বুথগুলিতে।

ফুলবাড়ী দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাংড়াবান্ধা প্রাইমারি স্কুলে এইমাত্র পৌঁছালো ভোট কর্মীরা মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী

জলপাইগুড়ি ফুলবাড়ী দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাংড়াবান্ধা প্রাইমারি স্কুলে এইমাত্র পৌঁছালো ভোট কর্মীরা মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী। আর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে ভোটগ্রহণ। বুথের বাইরে অপেক্ষা করছেন ভোটাররা ফুলবাড়ী দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাংড়াবান্ধা প্রাইমারি স্কুলে এইমাত্র পৌঁছালো ভোট কর্মীরা মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী। আর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে ভোটগ্রহণ। বুথের বাইরে অপেক্ষা করছেন ভোটাররা

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

জলপাইগুড়ি ঃ বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করলো সেনপাড়ার মিলন বেকারি রোডের বাসিন্দারা।এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থা রাস্তাটির। এখন বর্ষাকাল, রাস্তায় অবস্থা কঙ্কালসার। রাস্তার মধ্যে বড়ো বড়ো গর্তে বৃষ্টির জল জমে ভগ্ন দশা অবস্থা। গর্তে যখন তখন যে কোন যানবাহন পড়ে গিয়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে এলাকাবাসী জানান।এলাকাবাসী ননী গোপাল সেন বলেন, দীর্ঘ বছর ধরে এই রাস্তার বেহাল দশা,এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষও এই রাস্তায় চলাচলে দুর্ভোগের শিকার। দিন বাজার থেকে কোনো টোটো, গাড়ি কেউই ভাড়া আসতে চায়না। পুরসভায় বলা সত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমরা চাই এই ভাঙ্গা রাস্তা দ্রুত মেরামত করা হোক।এদিন রাস্তা অবরোধের জেরে ঘুরপথে যেতে হয় স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন যানবাহনের। টোটো চালক দিনবন্ধু রায় বলেন, এই রাস্তা ধরে আমরা প্রতিদিনই শহরে যাতায়াত করি কিন্তু রাস্তার এতোটাই বেহাল দশা যে যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাও জীবনের ঝুকি নিয়ে এভাবেই যাতায়াত করি। রাস্তা অবরোধের কথা শুনে ঘটনাস্থলে আসেন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বরূপ মন্ডল। তিনি স্বিকার করে বলেন, দীর্ঘ সাত বছর ধরে এই রাস্তা খারাপ ছিল। তার মধ্যে আমরুদ প্রকল্পের পানীয় জলের পাইপ বসানোর পর। রাস্তা সেভাবে মেরামত হয়নি। তাই বর্ষাকালে কিছু জায়গায় গর্ত হয়ে জল দাঁড়িয়ে পড়েছে। এতে সবার যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। রবিবার থেকে এই ভাঙ্গা রাস্তার মধ্যে বেড মিশালি পড়বে। এবং এই রাস্তার কাজ এস্টিমেট করাও হয়েছে। বাকিটা সময়ের অপেক্ষা। দপ্তরে টাকা এলে দ্রুত এই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে বলে তিনি জানান ।

দুই দিনের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন মালদহ শহরের রথবাড়ি সাবওয়ে

মালদা দুই দিনের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন মালদহ শহরের রথবাড়ি সাবওয়ে। জল জমে প্রায় পুকুরের আকার ধারণ করেছে। এমন অবস্থায় চলাচলের অযোগ্য শহরের একমাত্র সাবওয়ে ব্যস্ততম এলাকার। বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষ রেললাইন পারাপার করছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সকাল থেকে মানুষ পারাপার করছেন রেললাইন। সঙ্গে চলছে ট্রেন। রেলের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য মালদহ শহরের রথবাড়িতে তৈরি করা হয়েছে সাবওয়ে। কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা ভালো না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই প্রায় জলের তলায় চলে গেল সাবওয়ের রাস্তা। প্রচুর জল জমে থাকায় সকাল থেকে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে রথবাড়ি সাবওয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য।। এ রাস্তা দিয়ে নিত্যদিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। হঠাৎ করে জল জমে রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে নিত্যযাত্রীরা। নিত্য যাত্রীদের অভিযোগ, সাবওয়ে তৈরি করা হলেও সঠিকভাবে বিকাশের ব্যবস্থা তৈরি করা হয়নি। এমনকি সাব এর পাশে রয়েছে হাইড্রেন সেই ড্রেনের থেকে সাবওয়ের রাস্তা অনেকটাই নিচু যার ফলে জল বাইরে বেরোতে পারছে না। রেলের কাজের গাফিলতি অভিযোগ তুলছেন সাধারণ মানুষ।

অবৈধভাবে ছাগল পাচারের আগে উদ্ধার ২১ টি ছাগল, গ্রেপ্তার ২ জন

শিলিগুড়ি ঃ অবৈধভাবে ছাগল পাচারের আগে নকশালবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্ত থেকে উদ্ধার ২১টি ছাগল। গ্রেপ্তার হল ২ জন। ধৃতদের শনিবার দুপুরে পাঠানো হল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে।শনিবার সকালে নকশালবাড়ির বড় মনিরামজ্যোৎ এলাকায় ছাগল সহ দুজনকে আটক করে [illegible] ৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। সেই ছাগলগুলি নিয়ে যাওয়ার কোনো বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় তাদের আটক করে জওয়ানরা। পরবর্তীতে দুজনকে নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলের তাদের নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত দুজনকে শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

বেহাল অবস্থায় দার্জিলিংয়ের সুখিয়া থেকে মানেভঞ্জন যাওয়ার রাস্তা ধানের চারা লাগিয়ে প্রতিবাদ হামরো পার্টি দলের

দার্জিলিং দার্জিলিংয়ের সুখিয়া থেকে মানেভঞ্জন যাওয়ার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই রাস্তা মেরামত না হওয়ায়। ওই রাস্তায় ধানের চারা লাগিয়ে প্রতিবাদ জানালো হামরো পার্টি দল।দার্জিলিংয়ের অন্যতম আকর্ষণ সান্দাকফু, ফালুট যাওয়ার প্রধান রাস্তাই হল সুখিয়া থেকে মানেভঞ্জন যাওয়ার রাস্তা। তবে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ওই রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। বারবার বিভিন্ন মহলে জানিয়েও রাস্তা মেরামত না হওয়ায় অবশেষে শুক্রবার দুপুরে ওই রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় থাকা গর্তে ধানের চারা গাছ লাগিয়ে প্রতিবাদ জানালো হামরো পার্টি দল। এদিন হামরো পার্টি দলের সুখিয়া মানেভঞ্জন সমষ্টির সভাপতি দিপেন রাইয়ের নেতৃত্বে দলীয় কর্মী সমর্থকরা রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ধানের চারা লাগিয়ে দেয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ইইউ পর্যবেক্ষকদের মনোযোগে নির্বাচনকালীন মানবাধিকার

ঢাকা ঃ নির্বাচনের সময় বাংলাদেশে মানবাবিধার লঙ্ঘন ও সহিংসতার ঘটনা ঘটবে কিনা তা মানবাধিকার কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)'র প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল।

প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলটি ঢাকায় আসে শনিবার। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ইইউ পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে ঢাকায় কাজ করছে তারা। ছয় সদস্যের এই দলটি সোমবার সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারা সকাল ১০টা থেতে ১১ টা পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আসাদ আলম সিয়ামসহ অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ইইউর প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেলেরি রিকার্ডো।

বৈঠকের পরে তারা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও সংবাদমাধ্যমকে কোনো ব্রিফ করা হয়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠকের পর তারা মানবাধিকার কমিশনে যান। সেখানে তারা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানসহ কমিশন সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখান থেকে যান সচিবালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, তারা সার্বিক নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে আমাদের কাছে জানতে চান। তবে বিশেষ করে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তারা আলাদাভাবে জানতে চান। জানতে চান, নির্বাচনে সহিংসতা হবে কিনা, মানবাধিবার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটবে কিনা। এখানে এর আগে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর উল্লেখ করেন তারা এবং সে ব্যাপারে আমরা কী ব্যবস্থা নিয়েছি তাও জানতে চেয়েছেন। আমরা যে ব্যবস্থা নিয়েছি তা তাদের জানিয়েছি। কয়েকদিন আগেও নির্বাচনের সময় এক প্রার্থীকে মারধর করা হয়েছে। আমরা একটি মামলা করেছি। নির্বাচনের সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় আমরাকী করব তার পরিকল্পনা তাদের জানিয়েছি। তিনি জানান, তারা এসেছেন মূলত অ্যাসেসমেঃট করার জন্য, যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে নির্বাচনে তাদের পর্যবেক্ষক টিম আসবে কিনা। আমাদের কাছ থেকে তারা তথ্য সংগ্রহ করছেন।

তার কথা, ভোটাধিকার হলো একটি অন্যতম মানবাধিকার। আমরা বলেছি নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে অনেকেই কথা বলছেন। এটা বলারই কথা। তবে আমাদের দিক থেকে মানুষ যাতে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন, তাদের মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘন না হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানিয়েছি।

শনিবার ইউইউর প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ঢাকায়আসার আগে বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি উইংয়ের মহাপরিচালক মন্ত্রণালয়ে সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেন, এই মিশনের কাজ হবে মূল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, মিশনের পরিধি, পরিকল্পনা, বাজেট এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করা।

ঢাকায় আসার পর এরইমধ্যে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি দেশের কূটনীতিক এবং জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছেন।

বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে জানা গেছে, ইইউ যখন কোনো দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল পাঠায় সেই দলের সদস্য সংখ্যা ১০০ জনের বেশি হয়। তাদের যাবতীয় খরচ এবং নিরাপত্তা ইইউর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যবেক্ষণ কোনো কাজে আসবে কিনা সেটা তারা বিবেচনা করে। ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে তারা পর্যবেক্ষক পাঠায়নি। এই দলটি বালাদেশে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কথা বলে একটি প্রতিবেদন দেবে। ওই প্রতিবেদনেই বলা হবে পর্যবেক্ষক পাঠানোর মতো সার্বিক পরিস্থিতি আছে কিনা।

তারা সরকার, নির্বাচন কমিশন, স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়, পুলিশ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, এদেশীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক, মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলবেন।

মানবাধিকার কর্মীসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তারা কথা বলবেন ১৬ জুলাই। তাদের এরই মধ্যে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। যারা চিঠি পেয়েছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মানবাধিকার কর্মী নূর খান। তিনি বলেন, তারা আসলে এই আলাপআলোচনার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করে নির্বাচনের পরিবেশ, সবার অংশগ্রহণ হবে কিনা, নিরাপত্তা, মানবাধিকার, আইনকানুনে কোনো ত্রুটি আছে কিনা এসব পর্যবেক্ষণ করেই তারা পর্যবেক্ষণ টিম পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ, এই কাজে তাদের অনেক বড় বিনিয়োগ করতে হয়।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী ও 'ব্রতীর' প্রধান নির্বাহী শারমিন মুরশিদ এর আগে ২০০৮ সালে ইইউর নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। এবারও প্রাক পর্যবেক্ষণ টিমের সঙ্গে তার কথা হবে। তিনি ডয়চে ভেলেকে বলেন, তারা আসলে বুঝতে চায় বাংলাদেশে আদৌ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার দরকার আছে কিনা। ওরা কিন্তু এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি যে, অবজারভার পাঠাবে। ওরা আসলে তাদের পর্যবেক্ষণ কোনো কাজে আসবে কিনা তা আগে জানতে চায়।

২০১৪ ও ২০১৮ সালে তারা অবজার্ভার পাঠানো অর্থপূর্ণ মনে করেনি। তাই পাঠায়নি। কিন্তু তারা ২০০৮ সালে পাঠিয়েছে। পাঠানোর আগে তারা পুরো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছে। আমাদের সঙ্গে বার বার কথা বলেছে। সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলেছে। তারা নিশ্চিত হতে চায় যে, সবার অংশগ্রহণে স্বাভাবিক পরিবেশে একটি নির্বাচন হবে কিনা। সেটা হলেই তারা পর্যবেক্ষক পাঠায়, বলেন এই নির্বাচন পর্যবেক্ষক।

তার কথা, আলোচনার সময় আমাদের দিক থেকে নির্বাচন নিয়ে আমরা কি দেখতে চাই তা বলি। রাজনৈতিক দল বা অন্যরাও তাই করেন। আর ওরা ওদের দিক থেকে দেখে সেই ক্ষেত্রে তাদের সহায়তার কোনো সুযোগ আছে কিনা। ওদের রোল প্লে করার কিছু না থাকলে ওরা পর্যবেক্ষক পাঠায় না।

প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ইউরোপীয় ইউনিয়নের হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ জোসেপ বোরেলের কাছে মূল্যায়ন প্রতিবেদন জমা দেবে। ২৩ জুলাই পর্যন্ত তাদের ঢাকায় অবস্থানের কথা রয়েছে।

ভারতীয়রা বিদেশে বর্ণবাদের শিকার, দেশে বর্ণবাদী?

কলকাতা (গৌতম হোড়) ঃ বিদেশে ভারতীয়রা বর্ণবাদের শিকার হন, ভারতে বর্ণবাদের শিকার হন বিদেশিরা, এমনকী দেশের মানুষও।

নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু করা যাক। বন শহরের মাটির তলায় ট্রাম স্টেশনে ঢুকেছি। প্ল্যাটফর্মে আমি এবং আমার বন্ধু পাশাপাশি যাচ্ছি। উল্টোদিক থেকে আসছিল কিছু জার্মান তরুণ। তারমধ্যে একজন আমার বন্ধুকে একটু ধাক্কা দিল। তারপর কিছুটা দূরে গিয়ে জার্মান ভাষায় কিছু একটা বললো। আমার বন্ধু ঘুরে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলো, কী হয়েছে? আবার জার্মান ভাষায় কিছু শব্দ উড়ে এলো। সে তেড়ে আসার চেষ্টাও করছিল। তার বন্ধুরা তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল। আমার কিঞ্চিত জার্মান জানা বন্ধু জানালো, তার উদ্দেশ্যে কিছু বর্ণবাদী কটূক্তি করেছিল ওই তরুণ। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা লন্ডনে। সেখানে ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। বোর্ডে দেখছি, কোন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দেবে। মেয়ের সঙ্গে বাংলায় কথা বলছি দেখে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, কোথাকার বাঙালি, বাংলাদেশ নাকি ভারতের? বললাম, ভারতের। ভদ্রলোক পেশায় আইনজীবী। একসময় বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। এখন যুক্তরাজ্যের নাগরিক। তার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, কখনো বর্ণবাদ টের পেয়েছেন? মৃদু হেসে বললেন, ''পাওয়া যায়। এখানে থাকুন। আপনিও টের পাবেন। কখনো মুখে বলবে, কখনো বুঝিয়ে দেবে, আপনি অনাকাঙ্ক্ষিত। কারণ আপনার গায়ের রঙ সাদা নয়।'' সেই যুক্তরাজ্য তো এখন শাসন করছেন একজন ভারতীয় মূলের প্রধানমন্ত্রী। তিনি হিন্দুও। সেই ঋষি সুনাকও দিন কয়েক আগে জানিয়েছেন, তিনিও বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন। ২০০৪ সালে যখন ভারতে বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএকে হারিয়ে সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে ইউপিএ ক্ষমতায় এলো, তখন তো প্রয়াত বিজেপি নেত্রী ও সাবেক মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বলেছিলেন, সোনিয়া প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি মাথা কামিয়ে ফেলবেন, মাটিতে শোবেন। উমা ভারতীও বলেছিলেন, সর্বশক্তি দিয়ে সোনিয়াকে রুখবেন। কারণ, সোনিয়া গান্ধী বিদেশিনী। এই স্লোগান নিয়ে বিজেপি নেতানেত্রীরা যে কতবার প্রচারে নেমেছেন তার ইয়ত্তা নেই। একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী, একটু দেরিতে হলেও যিনি ভারতের নাগরিকত্ব নিয়েছেন, তাকে কী করে বিদেশিনী বলে প্রচার করা হয়? এরমধ্যেও কি কোথাও ঢুকে থাকে উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বর্ণবাদের গন্ধ? ঘটনা হলো, যে ভারতীয়রা বিদেশে গেলে বর্ণবাদ নিয়ে সোচ্চার হন, দেশে যখন আফ্রিকার ছাত্রছাত্রীদের লাঞ্ছিত করা হয়, তখন তারা টু শব্দ করেন না। আফ্রিকা তো দূরস্থান, দিল্লিতে ভারতের উত্তরপূর্বের মানুষদের নিয়মিত গালাগালসূচক বেআইনি একটি শব্দ দিয়ে ডেকে অপমান করা হয়, তাদের বাড়ি ভাড়া দেয়া হয় না, তখনো বর্ণবাদ নিয়ে কোনো কথা ওঠে না। দলিত ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অপরাধও তো ধর্মীয় বর্ণবাদের রকমফের। এই প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। আগে দেখে নেয়া যাক, বিদেশে ভারতীয়দের কী ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। প্রতিবছর হাজার হাজার ভারতীয় পড়ুয়া বিশ্বের ৮৫টি দেশে পড়তে যান। ২০২১ সালের হিসাব, প্রায় ১১ লাখ ভারতীয় পড়ুয়া বিভিন্ন দেশে পড়াশুনা করছেন। সেই পড়ুয়াদের নিয়ে গুগল সার্চ করতেই কম্পিউটারে ভেসে উঠলো, কোন তিন দেশ ভারতীয় পড়ুয়াদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। ওই ওয়েবসাইটের মতে, তালিকায় প্রথমে আছে ক্যানাডা, দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া ও তৃতীয় স্থানে নিউজিল্যান্ড। কিন্তু কিছুদিন আগেও তো অস্ট্রেলিয়ায় পরপর কয়েকজন ভারতীয় পড়ুয়া বর্ণবাদী আক্রমণের মুখে পড়েছেন। ইউরোপ, অ্যামেরিকায় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী হামলা, গালাগাল নিত্যদিনের ঘটনা। গতবছরই টাইমস নাও একটা রিপোর্ট করেছিল, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে হেটওয়েভ বাড়ছে। পোল্যান্ডে পরপর কয়েকজন ভারতীয়কে শুনতে হয়েছে, ''তোমরা তো প্যারাসাইট। কেন আমাদের দেশে এসে বসে আছ? কেন ভারতে ফিরে যাচ্ছ না? দশদিনের মধ্যে তিনজন ভারতীয়কে শুনতে হয়েছে এই বর্ণবাদী কথা।'' ২০২১ সালে জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ পেনলিসভানিয়া ও কার্নেগি এনডাওমেঃট ফর ইঃটারন্যাশনাল পিস একটা রিপোর্ট প্রকাশ করে। তার শিরোনাম ছিল, 'ইন্ডিয়ান অ্যামেরিকান অ্যাটিটিউড সার্ভে'। তাতে বলা হয়, প্রতি দুইজন ইন্ডিয়ান অ্যামেরিকানদের মধ্যে একজন বর্ণবাদের বা বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, এশিয়ান অ্যামেরিকানদের বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ছে। তিরিশ শতাংশ ইন্ডিয়ান অ্যামেরিকান বলেছেন, তাদের গায়ের রঙের জন্য তারা বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। ১৮ শতাংশ হয়েছেন ধর্ম বা লিঙ্গের কারণে। যে এক হাজার দুইশ ভারতীয় মূলের মানুষ এই সমীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ৭৭ শতাংশ এখন মার্কিন নাগরিক। যুক্তরাজ্যের ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন ফর ইকুইটি ইন ক্রিকেট ৩১৭ পাতার একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের ক্রিকেটের সব স্তরে প্রবল ও গভীরভাবে ঢুকে রয়েছে বর্ণবাদ, লিঙ্গবৈষম্য, এলিটিজম এবং শ্রেণিগত পক্ষপাত। এরপরই যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋণি সুনাক শুনিয়েছেন, তিনি এবং তার ভাই ও বোন যখন ইংল্যান্ডে বড় হচ্ছেন, তখন কীভাবে তাদের বর্ণবাদের মুখে পড়তে হয়েছিল। ঋষি বলেছেন, ''আমি জানি বর্ণবাদ আছে। আমার নিজের সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে। এটা এমনভাবে আঘাত করে যে খারাপ লাগবেই। কিছু মানুষ আমাদের এমন কথা বলতেন যে আমাদের অসম্ভব খারাপ লাগত।'' ঋষি বলেছেন, এখন ক্রিকেট থেকে বর্ণবাদ ও অন্য বিভেদ দূর করতে তিনি বদ্ধপরিকর। সুনাকের কথা শুনেই আমার লন্ডনের স্টেশনে বাংলাদেশি ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ছিল। অতীত থেকেই তো ভারতীয়রা বিদেশে গিয়ে এই ধরনের বর্ণবাদের মুখে পড়েছেন। এই ব্যাপারে তো সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় হলো, ১৮৯৩ সালে গান্ধীজিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রেনের কামরা থেকে ফেলে দেয়ার ঘটনা। যে ঘটনা গান্ধীজির চোখ খুলে দিয়েছিল। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবাদ নিয়েই তো তিনি শুরু করলেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও আইন আমান্য। যা পরিণতি পেল ভারতে। এখন আর ট্রেন থেকে কাউকে ফেলে দেয়া হয় না, কিন্তু বুঝিয়ে দেয়া হয়, সাদাদের দেশে কালো বা বাদামিদের অনেকেই মন থেকে মানতে পারছেন না। সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। ঋষি সুনাক আশা করেছেন, তার ছেলেমেয়েদের বর্ণবাদী আক্রমণের মুখে পড়তে হবে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ইউরোপের অনেক দেশেই দক্ষিণপন্থার প্রভাব বাড়ছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে, বাদামি চামড়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ, কটাক্ষ, গালাগালির ঘটনা। যারা নিজেদের এতটা সভ্য বলে মনে করে, তাদের ভিতরে কী করে সঞ্চিত থাকে এই ঘৃণার স্রোত? নাকি, এটাই মানুষের চরিত্র। যখনই যে সুযোগ পায়, তারাই নিজেদের মতো করে বর্ণবাদী হয়ে যায়। আমাদের গোটা উপমহাদেশে কালো মেয়েদের ও কিছু ক্ষেত্রে ছেলেদের কেন সারাজীবন ধরে শুনতে হয়, তারা কালো। তাদের নিয়ে কত রসিকতা, কত রঙ্গব্যাঙ্গের স্রোত। বর্ণবাদ তো উপচে পড়ে আমাদেরই আচরণে। এজন্যই তো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, থুড়ি গ্লো অ্যান্ড লাভলির বিক্রি কেবল বাড়ে। বিশেষ করে বিয়ের আগে মেয়েরা সমানে মাখতে থাকে এই ফর্সা হওয়ার ক্রিম।

২০১৩ সালের ওয়ার্ল্ড ভ্যালু সার্ভে বলছে, সামাজিক মনোভাবের নিরিখে ভারত, বাংলাদেশ, জর্ডন ও হংকং হলো সবচেয়ে বর্ণবাদী দেশ। অথচ, এখানেই উচ্চারিত হয়ছিল সেই মন্ত্র, 'গোটা বিশ্ব তোমার পরিবার'। কিন্তু বাস্তব কি বলছে? উত্তরপূর্বের মানুষদের চীনা বলে মনে করে উত্তর ভারতের মানুষ। এক বছর আগে গ্রেটার নয়ডায় চারজন নাইজেরিয়ার ছাত্রকে মাদকপাচারকারী বলে মারা হয়েছিল। বেঙ্গালুরুতে তাঞ্জানিয়ার এক ছাত্রকে গাড়ি থেকে বের করে পেটানো হয়। এক আফ্রিকান অ্যামেরিকানের অভিজ্ঞতা, তিনি যখন লখনউ চিড়িয়াখানায় গিয়ে জিরাফ দেখছেন, তখন আশপাশের জনা পঞ্চাশ মানুষ হাঁ করে তাকে দেখছে। কারণ, তার গায়ের রঙ কালো। দেশে হোক বা বিদেশে, ভারতীয় নাগরিক হোক বা বিদেশি নাগরিকত্ব নেয়া ভারতীয়, তাদের ভিতরেও তো ঢুকে আছে ওই বর্ণবাদ। ফর্সাকালোর বিভেদ। ইংরেজদের সাহস আছে, তাই তারা জোরগলায় বর্ণবাদ, লিঙ্গবৈষম্য, এলিটিজম, শ্রেণিবৈষম্যের কথা স্বীকার করে। আমরা করি না। সবকিছু গোপন করতে চাই। অথবা আমরা এব্যাপারে সচেতনই নই যে আমরা ঘোর বর্ণবাদী।

বিএনপি নেতাদের বিচার দাবিতে বহিষ্কৃত ছাত্রদল কর্মীদের ক্ষোভ

ঢাকা ঃ নরসিংদীতে ছাত্রদলের পদবঞ্চিত নেতাদের মিছিলে দুর্বৃত্তের ছোড়া গুলিতে দুজন নিহত হয়।

সে ঘটনায় খায়রুল কবিরসহ (খোকন) সব আসামির গ্রেপ্তার ও বিচার চেয়ে কাফনের কাপড় গায়ে জড়িয়ে মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে নরসিংদী জেলা ছাত্রদলের বহিষ্কৃত নেতাকর্মীদের একাংশ। সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জেলখানা মোড়ে ঢাকাসিলেট সড়ক অবরোধ ও পরে নরসিংদী আদালত প্রাঙ্গণের রাস্তায় বিক্ষোভ করে তারা।

এ সময় তারা জেলা বিএনপির গ্রেপ্তারকৃত নেতা জাহেদুল কবির ভূইয়ার ফাঁসিসহ হামলায় জড়িত অন্যান্য নেতাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আশ্রয়ে নেওয়ার দাবি জানান। বিক্ষোভে অংশ নেন জেলা ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সিনিয়র সহসভাপতি মাইন উদ্দিন ভূইয়া, বহিষ্কৃত কর্মী ফাহিম রাজ অভি ও নিহত সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক সাদেকুর রহমানের পরিবারের লোকজনসহ শতাধিক নেতাকর্মী।

রোববার দুই ছাত্রদল নেতাকর্মী হত্যার ঘটনায়এজহারভুক্ত আসামি ও জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য জাহিদুল কবির ভূইয়াকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

গত ২৫ মে নরসিংদী শহরের অস্থায়ী কার্যালয়ের কাছে জেলা ছাত্রদলের নবগঠিত আংশিক কমিটি বাতিলের দাবিতে পদবঞ্চিত ছাত্রদল নেতাদের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। অজ্ঞাত বন্দুকধারীর গুলিতে জেলা ছাত্রদলের সাবেক জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সাদেকুর রহমান সাদেক (৩২) ও আশরাফুল ইসলাম (২০) গুলিবিদ্ধ হন। ওইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাদেকুর রহমান সাদেক মারা যান এবং পরের দিন সকালে একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আশরাফুল ইসলাম। এ ঘটনায় নিহত সাদেকুর রহমানের বড় ভাই আলতাফ হোসেন বাদী হয়ে নরসিংদী সদর থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলার অধিকাংশ আসামি স্থানীয় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী। এছাড়া আরও ৩০ থেকে ৪০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, গত ২৬ জানুয়ারি সিদ্দিকুর রহমান নাহিদকে সভাপতি, মাইনুদ্দিন ভূঁইয়াকে জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ও মেহেদী হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে পাঁচ সদস্যের (আংশিক) জেলা কমিটি অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। এরপর থেকে ওই কমিটি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন পদ না পাওয়া সংগঠনের একাংশের নেতাকর্মীরা।

কমিটির ঘোষণার পর সেই রাতেই জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় কমিটি আহবায়ক খায়রুল কবির খোকনের বাসভবন ও জেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে ভাঙচুর ও আগুনের ঘটনা ঘটে।

পরদিন জেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ের কেয়ারটেয়ার কাজল মিয়া বাদী হয়ে ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত ৩ জনসহ মোট ১১ জনের নাম উল্লেখ করে আগুন ও ভাঙচুরের ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। একইদিনে খায়রুল কবির খোকনসহ নয় নেতার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতাদের ওপর হামলা ও মারধরের অভিযোগ তুলে থানায় পাল্টা লিখিত অভিযোগ দেন পদবঞ্চিত নেতা ফাহিম রাজ অভি। গত ১১ ফেব্রুয়ারি শিবপুর ইটাখলা মোড়ে পদবঞ্চিত ছাত্রদল নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় আরেকটি লিখিত অভিযোগ করেন ফাহিম রাজ অভি। পরে এটি মামলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, খায়রুল কবির খোকন তার ব্যক্তিগত লাইসেন্সকৃত অস্ত্র থেকে তাদের ওপর গুলি ছুড়েছেন। শিবপুর থানায় দায়ের করা সেই মামলায় খোকনসহ বিএনপির ১৮ নেতকর্মীকে আসামি করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি মাইনউদ্দিন ভূঁইয়া ও সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সাদেকুর রহমানকে সাময়িক বহিষ্কার এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফাহিম রাজ অভিকে ছাত্রদল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়।নিহত দুই ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নরসিংদী সদর থানার উপপরিদর্শক অভিজিৎ চৌধুরী বলেন, বাদীর মামলার ভিত্তিতে এ পর্যন্ত আমরা নয় জনকে গ্রেপ্তার করেছি। অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করে আইনের আশ্রয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে।

সিরিয়ায় আইএস নেতাকে মারলো অ্যামেরিকা

সিরিয়া ঃ পূর্ব সিরিয়ার আইএসআইএস নেতা ওসামা আলমুহাজেরকে ড্রোনআক্রমণে মারলো অ্যামেরিকা, দাবি সেনার।

রোববার মার্কিন সেন্ট্রাল কম্যান্ড বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, পূর্ব সিরিয়ায় তাদের ড্রোন আক্রমণে আইএসআইএস নেতা আলমুহাজের মারা গেছেন। এই ড্রোন হামলা হয়েছে শুক্রবার।

সেন্ট্রাল কম্যান্ডের প্রধান কুরিলা বলেছেন, ''আমরা একটা কথা আবার স্পষ্ট করে দিতে চাই, আমরা আইএসকে হারাবোই। আইএস শুধু ওই অঞ্চলে বিপদের কারণ তাই নয়, বাইরের বিশ্বেও তারা বিপদের কারণ।''

এই ড্রোন হামলায় কোনো বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়েছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখছে মার্কিন সেনা। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাশিয়ার সেনা ওই ড্রোনটিকে সকালে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। বৃহস্পতিবারও তারা ড্রোনটিকে আটকাবার চেষ্টা করে। পরে ওই ড্রোন দিয়েই অপারেশন করা হয়। দুই ঘণ্টা ধরে অপারেশন চলে।

রাশিয়ার যুদ্ধবিমান কীভাবে ড্রোনটিকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছিল, তা ক্যামেরাবন্দি করা আছে বলে সেনা জানিয়েছে। এই বছরের গোড়ায় অ্যামেরিকা অভিযোগ করেছিল, কৃষ্ণ সাগরের উপরে রাশিয়ার যুদ্ধবিমান একটি মার্কিন ড্রোনকে ধ্বংস করেছে। ওই ড্রোনের দাম ছিল তিন কোটি ডলার। রাশিয়া ওই অভিযোগ অস্বীকার করে। তারপর অ্যামেরিকা ভিডিও প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায়, রাশিয়ার বিমান ড্রোনটিকে তার পথ থেকে সরে যেতে কীভাবে বাধ্য করছে।

রাশিয়া হলো সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাসার আলআসাদের বন্ধুদেশ। আসাদ সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা পুনর্দখল করেছেন। তাকে সমর্থন করছে রাশিয়া ও ইরান।

সিরিয়ায় জাতিসংঘের বাহিনীর অংশ হিসাবে এক হাজার মার্কিন সেনা আছে। আর আইএস এখন ইদলিবে সক্রিয়।

টাকা দিয়ে কিশোরীর 'আপত্তিকর' ছবি, বিবিসি উপস্থাপক বরখাস্ত

ওয়াশিংটন ঃ অর্থের বিনিময়ে এক কিশোরীর 'যৌনতাপূর্ণ' ছবি তোলায় এক উপস্থাপককে বরখাস্ত করেছে বিবিসি। এ ঘটনায় আরেক কর্মীকেও বরখাস্ত করেছে ব্রিটেনের এই সংবাদমাধ্যম।

সংবাদমাধ্যমটি জানায়, ওই পুরুষ উপস্থাপক এক কিশোরীকে কয়েক হাজার পাউন্ড দিয়ে তার যৌনতাপূর্ণ ছবি তুলেছেন। গত মে মাসে এ বিষয়ে প্রথম অভিযোগ পায় সংবাদমাধ্যমটি। এরপর গত বৃহস্পতিবার আবারো নতুন করে অভিযোগ আসে তার বিরুদ্ধে। রোববার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করা হয় বলেও জানায় বিবিসি। অবশ্য লন্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিশ জানায়, তাদের এ বিষয়টি জানানো হয়েছে তবে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করা হয়নি। এক বিবৃতিতে পুলিশ জানায়, পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণের আগে এ বিষয়ে তাদের আরো তথ্য প্রয়োজন। দ্য সান এর এক খবরে বলা হয়, এমন ছবি তোলার জন্য ইতিমধ্যে কৈশোর পেরোনো সেই মেয়েটিকে গত তিন বছরে প্রায় ৩৫ হাজার পাউন্ড প্রদান করে। আর গত ১৯ মে ওই তরুণীর পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে বিবিসিকে জানানো হয়। এদিকে অভিযোগের পর ব্রিটেনের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী লুসি ফ্রেজার বিবিসির মহাপরিচালক টিম ডেভিডের সাথে বৈঠক করেন। ঘটনাটিকে মারাত্মক উদ্বেগের বলে মন্তব্য করেন তিনি। এক টুইটে লুসি ফ্রেজারর বলেন, ডেভিড (বিবিসির মহাপরিচালক) আমাকে নিশ্চিত করেছে যে, বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তারা দ্রুত তদন্ত করবে।

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্র-ভারতঃ সামরিক জোট না করেও তারা সামরিক মিত্র

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উত্থান হচ্ছেই। হোয়াইট হাউসে রাষ্ট্রীয় নৈশভোজ ও কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে দেওয়া বিরল দ্বিতীয় ভাষণসংবলিত তাঁর বিজয়দীপ্ত ওয়াশিংটন সফরকে গত সিকি শতকের ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের নতুন অধ্যায় বলা যেতে পারে। তবে মোদির ওয়াশিংটন সফরের আগে থেকেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈব প্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ফাইভজি ও সাইবার নিরাপত্তার মতো প্রযুক্তি খাতগুলোয় দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড ইমার্জিং টেকনোলজিস (সেটস) বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত বেশ কিছু অগ্রগতি অর্জন করেছে। মার্কিন সেমিকন্ডাক্টর প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান মাইক্রোন টেকনোলজি সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, তারা ভারতে একটি নতুন চিপ অ্যাসেম্বলিং (চিপ সংযোজন) ও প্রযুক্তিযন্ত্র পরীক্ষার কারখানা গড়তে ৮২ কোটি ৫০ লাখ ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে। এর বাইরে মোদির শেষ ওয়াশিংটন সফরের বেশ আগেই যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত বেশ কয়েকটি প্রতিরক্ষা চুক্তিও করেছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ভারতের ৩০টি এমকিউ-৯বি প্রিডেটর সশস্ত্র ড্রোন কেনার চুক্তি রয়েছে। তা ছাড়া ভারতীয় বিমানবাহিনীর জন্য এফ ৪১৪ যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন তৈরির বিষয়ে মার্কিন কোম্পানি জেনারেল ইলেকট্রিকের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক মৈত্রী নেই, এমন কোনো দেশের সঙ্গে এর আগে কখনোই যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের চুক্তি করেনি। ফলে এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা অংশীদারির গভীরতা বোঝা যায়। এই দুই দেশের মধ্যে আজ যে রূপান্তরধর্মী পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, সেটি খুবই লক্ষণীয় বিষয়।

শীতল যুদ্ধের পুরোটা সময় বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্র এবং বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র মূলত বিচ্ছিন্নই ছিল। আমেরিকা প্রথম দিকে ভারতের বিষয়ে যে কতটা উদাসীন ছিল, তা চেস্টার বোলসকে ভারতের রাষ্ট্রদূত করে পাঠানোর সময় তাঁর উদ্দেশে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের একটি কথা থেকে পরিষ্কার হয়। ট্রুম্যান বোলসকে বলেছিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম ভারত গরিব মানুষে ঠাসা এমন এক দেশ, যেখানে রাস্তায় গরু ইতস্তত হেঁটে বেড়ায়, যত্রতত্র ডাকিনী-যোগিনী ঘুরে বেড়ায় লোকজন গরম কয়লার মধ্যে বসে থাকে আর গঙ্গায় ঝাঁপাঝাঁপি করে। কেউ যে দেশটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে পারে, তা আমার বুঝেই আসেনি।' সমাজতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া শাসকদের সঙ্গে জোট গঠনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানের ইসলামপন্থী একনায়কদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অন্যদিকে ভারতের জোটনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক সরকার ধর্মনিরপেক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। শীতল যুদ্ধের সময় জোটনিরপেক্ষতাকে যুক্তরাষ্ট্র ভালোভাবে নিচ্ছিল না। নিরপেক্ষ থাকাটাকেও যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতা হিসেবে মনে করছিল। এ প্রসঙ্গে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোয়েট আইজেন হাওয়ারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডুলেসের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে, 'ভালো ও খারাপের মাঝখানে নিরপেক্ষ থাকাটাও খারাপ'। তবে পরবর্তী সময়ে শীতল যুদ্ধের সমাপ্তি, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির পুনর্বিন্যাস এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে দেশটির যুক্ত হওয়া ওয়াশিংটন-দিল্লি সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়েছিল। যদিও ১৯৯৮ সালে ভারতের একটি পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা দেশটিকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞার মুখে ফেলেছিল। ভারত তার স্বাধীন ভঙ্গি বজায় রেখেই সম্প্রতি হিরোশিমায় অনুষ্ঠিত জি৭ সম্মেলনে যোগ দিয়েছে। সে সম্মেলনে বাইডেন ও মোদি ছাড়া কোয়াডের বাকি সদস্য দেশ জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানসে উপস্থিত ছিলেন। ওই সম্মেলনে চার নেতাই একটি মুক্ত, উন্মুক্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিকের প্রতি তাঁদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ২০০০ সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ভারত সফর ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে একটি বড় বাঁকবদলের সূচনা করে। পরে জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রশাসন ২০০৫ সালে ভারতের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করে এবং ২০০৮ সালে বেসামরিক পরমাণু সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী চুক্তি করে। বারাক ওবামা এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প উভয়ের আমলেই দুই দেশের সম্পর্কে ইতিবাচক প্রবণতা জারি ছিল। বর্তমানে জো বাইডেনের সময় সেই সম্পর্কের উষ্ণতা শীর্ষে পৌঁছেছে বলে মনে হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, জোটনিরপেক্ষ হিসেবে নিজের কৌশল নির্ধারণের এখতিয়ার নিজের কাছে রাখার বিষয়ে ভারতের যে উত্তর-ঔপনিবেশিক মোহ আছে, সেটাকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী। যেখানে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মোদি তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ পূর্বসূরি মনমোহন সিংয়ের উল্টো পথে হাঁটছেন, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টি ও ডেমোক্রেটিক পার্টি উভয় দলের সরকার ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক এগিয়ে নিয়েছেন।

বাদুড় দিয়ে মহামারীর রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা হচ্ছে যেভাবে

ক্যামেলিয়া হরক্স
প্রাবন্ধিক

বাদুড় বহু ভাইরাসের বাহন, কিন্তু তারা নিজেরা রোগে আক্রান্ত হয়না। বাদুড়ের অসামান্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার রহস্যের কিনারা এখনো মেলেনি।

ঘানার রাজধানী আক্রার চিড়িয়াখানায় সন্ধ্যাবেলাকে ভুতুড়ে সময় হিসাবে দেখা হয়। সন্ধ্যে নামার সাথে সাথে বড় একটি খাঁচার মত ঘেরা জায়গায় আটকে রাখা খড়ের মত রঙের ফলখেকো বাদুড়গুলোর নড়াচড়া শুরু হয়। আর এই সময়টাতেই এগুলোর শরীর লুকিয়ে থাকা প্যাথোজেন বা রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের উপস্থিতি পরীক্ষার উপযুক্ত সময়।

আক্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি স্কুলের একদল বিজ্ঞানী সেই সন্ধ্যায় চিড়িয়াখানার ঐ খাঁচায় হাজির হয়েছেন এসব বাদুড়ের বিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য।

ভবিষ্যতে কোভিডের মত কোনো বড় মহামারী আগেভাগে আঁচ করার উপায় খুঁজতে যে আন্তর্জাতিক একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে ঘানার এই বিজ্ঞানীরা তারই অংশ হিসাবে কাজ করছেন।

ঘানায় এখন তীব্র গরম, কিন্তু তারই মধ্যে পুরো শরীর পিপিইতে ঢেকে বাদুড়ের খাঁচায় ঢুকে মেঝেতে একটি সাদা তারপুলিন বিছিয়ে দিলেন।

বিজ্ঞানীদের দলের নেতা ড. রিচার্ড সুআয়ার অনেক বছর ধরে বাদুড় নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি বলেন, খাঁচায় ঢোকার আগে পিপিই পরা জরুরী কারণ তা নাহলে আপনি নিজে সংক্রমিত হতে পারেন, আবার আপনার কাছ থেকে বাদুড়গুলো সংক্রমিত হতে পারে।

কিন্তু বাদুড় নিয়ে এত গবেষণার পরও বিশ্বের একমাত্র উড়ে বেড়ানো স্তন্যপায়ী এই প্রাণীর অসামান্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে রহস্যের কিনারা এখনো মেলেনি। বাদুড় বহু বিপজ্জনক ভাইরাসের বাহন, কিন্তু সেগুলোতে তারা নিজেরা অসুস্থ হয়না।

ব্যাট ওয়ান হেলথ নামে আন্তর্জাতিক এক প্রকল্পে ঘানার সাথে বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়ার এবং আরও কিছু দেশ কাজ করছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো এটা খুঁজে দেখা যে কেন প্যাথোজেন বা রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব এক প্রজাতির প্রাণী থেকে অন্য প্রজাতির মধ্যে প্রবেশ করে, এবং কীভাবে এই প্রক্রিয়া ঠেকানো যায়।

কোভিড প্যানডেমিকের অভিজ্ঞতার আলোকে বাদুড় বাহিত রোগজীবাণুকে এই গবেষণা প্রকল্পে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

ড. সুআয়ার বললেন তারা বাদুড়ের শরীরে প্যারামিক্সো ভাইরাস এবং করোনাভাইরাসের উপস্থিতি খুঁজে দেখছেন। মানুষের শরীরে এসব ভাইরাস ঢুকলে মাম্পস, হাম এবং শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ হতে পারে।

কিন্তু, তিনি বলেন, বাদুড় এসব জীবাণুতে আক্রান্ত হলেও অসুস্থ হয়না। আমরা দেখতে চাই কেন বাদুড়ের ক্ষেত্রে এমনটি হয়।

তিনি বলেন, জঙ্গলের বাদুড় নিয়ে গবেষণা করার সময় তারা এগুলোর মধ্যে কোভিড-১৯ খুঁজে পাননি।

তবে আজ তারা বাদুড়ের বিষ্ঠায় সুপার বাগ রয়েছে কিনা তা খুঁজে দেখছেন। বাদুড়গুলোকে তারা আমের মত দেখতে পপ নামের স্থানীয় একটি ফল খাইয়েছেন। ফলে সাদা তারপুলিনের ওপর যে বিষ্ঠা বাদুড়গুলো ত্যাগ করেছে তা দেখতে পপ'র মতই অনেকটা কমলা রংয়ের। বিজ্ঞানীরা সেগুলো তুলো জড়ানো কাঠি দিয়ে তুলে টেস্ট টিউবের মধ্যে রাখলেন।

আন্তর্জাতিক এই গবেষণা প্রকল্পে ঘানা বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখছে।

বাদুড় এবং মহামারী রোগের জীবাণু নিয়ে এ ধরণের গবেষণা বিশ্বে এটাই প্রথম, তবে বিষয়টি এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে অনেকটাই অস্পষ্ট, অজানা।

ঘানার এই বিজ্ঞানীরা এটাও খুঁজে দেখছেন বাদুড়ের বিষ্ঠায় এমন কোনো ব্যাকটেরিয়া রয়েছে কিনা যা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ধ্বংস করা যায়না। ড. সুআয়ার বলছেন, আমরা যদি তেমন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া খুঁজে পাই তাহলে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে দেখতে চেষ্টা করবো কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিক সেগুলোর ক্ষেত্রে অকার্যকর। তখন আমরা ঐ ব্যাকটেরিয়াগুলো থেকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনগুলো সরিয়ে ফেলবো।

ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাদুড় নিয়ে শুধু এই একটি গবেষণাই হচ্ছেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বোটানিক্যাল উদ্যানে ড. কোফি আমপোনসামেনশা উঁচু করে সবুজ রংয়ের কিছু নেট বসিয়েছেন। অনেকটা ব্যাডমিন্টন নেটের মতো দেখতে।

উদ্দেশ্য, এসব জালে কিছু বাদুড় আটকা পড়বে যেগুলোর ওপর তিনি গবেষণা চালাবেন। কাজ হয়ে গেলে সেগুলোকে তিনি আবারো ছেড়ে দেবেন। যেভাবে মানুষ দিনকে দিন বাদুড়ের প্রাকৃতিক আবাসস্থলের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে তা নিয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি উদ্বিগ্ন।

তিনি বলে ঘানায় বন ধ্বংস হচ্ছে দ্রুততর গতিতে। খনির প্রসারের কারণে বাদুড়ের বহু পুরনো প্রাকৃতিক আবাস ধ্বংস হচ্ছে। আমাদের এখন এমন কিছু রোগ হচ্ছে তা আগে কখনো হয়নি। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের নিজেদের দোষ ঢাকতে আমরা বাদুড়কে বলির পাঁঠা করছি।

আমরা বাদুড়ের ডেরায় গিয়ে ঢুকছি এবং প্রতিবেশের ভারসাম্যের বারোটা বাজাচ্ছি। ফলে বাদুড়ের আর মানুষের মধ্যে সংস্পর্শ বাড়ছে, এবং সম্ভবত সে কারণে নতুন কিছু রোগ দেখা দিচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে ঘানাসহ আফ্রিকার অনেক দেশে প্রচলিত বুশমিট (নানা ধরণের বন্যপশুর মাংস) খাওয়ার সংস্কৃতির কথা ওঠে।

আক্রার পরিত্যক্ত একটি রেললাইনের পাশে বুশমিটের বাজারে প্রায় সবধরনের বন্যপশুর মাংস বিক্রি হয়। গভীর জঙ্গলের ভেতর এসব পশু শিকার করা হয়। এখানে বাদুড় এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীর সংস্পর্শে আসে মানুষ। এক পশু আরেক পশুর সংস্পর্শে আসে। তৈরি হয় অজানা জীবাণুতে সংক্রমণের সম্ভাবনা, এবং সেইসাথে অজানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি। অনেক নারী যারা এই বাজারে কাজ করেন তারা উন্মুক্ত স্থানে রান্না করেন। ফলে পুরো এলাকায় প্রচণ্ড গরম।

বাজারের একটি কোনায় একটি দোকানে দেখলাম একটি সসপ্যানের ঢাকনা ভর্তি শুকনো কুঁচকানো খড়ের রংয়ের মরা বাদুড়। ড. আমপোনসামেনশা বললেন আগুনে ঝলসে বাদুড়গুলোর পশম ছাড়ানো হয়েছে। কোভিড প্যানডেমিকের পর অনেক বিশেষজ্ঞ এ ধরণের পশুর বাজার বন্ধের পরামর্শ দিয়েছেন। যদিও ড. আমপোনসামেনশা বললেন তিনি নিজে বাদুড়ের মাংস কখনই খাবেননা কিন্তু পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা নিয়েও তার অস্বস্তি রয়েছে।

তিনি বলেন, বুশমিট খাওয়ার প্রচলন এবং এর ব্যবসা হাজার হাজার বছরের পুরনো এবং এটি সেদেশের মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশ। অনেকে গরু বা মুরগির মাংসের বদলে বুশমিট পছন্দ করে। এই ব্যবসার সাথে মূলত নারীরা জড়িত এবং এটি ছাড়া অন্য কোনো জীবিকা তারা জানেননা। কারণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এটি চলছে। তার দাদি বা মাও হয়তো এই ব্যবসাই করতো, তিনি বলেন।

সুতরাং এসব জটিল বিষয়গুলো বিবেচনা না করে বুশমিটের ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ করলে সমাজে তার প্রভাব গুরুতর হতে পারে।

ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগুচি ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল রিসার্চের কঠোর নিরাপত্তায় মোড়া অত্যাধুনিক ল্যাবে আক্রা চিড়িয়াখানা থেকে সংগৃহীত বাদুড়ের বিষ্ঠা পরীক্ষা করা হবে। তদারকি করবেন ভাইরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কোফি বনি।

তিনি বলেন, এই ল্যাবে বাতাসের চাপ এমনভাবে রাখা হয় যাতে কোনো প্যাথোজেন এখান থেকে বাইরে বেরুতে না পারে।

কোভিড প্যানডেমিকের পর ভবিষ্যতে মহামারি প্রতিরোধে যে জোর চেষ্টা বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে তার কারণে অধ্যাপক বনি এবং তার দল এখন খুবই ব্যস্ত।

ব্যাট ওয়ান হেলথ প্রকল্পের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, পশু এবং মানুষ নিয়ে গবেষণার সমন্বয় এখন খুবই দরকার। আমাদেরকে এখন খুবই দ্রুত কিছু ভাইরাস শনাক্ত করতে হবে যাতে সেগুলোর বিস্তৃতি ঠেকানো সম্ভব।

তা নাহলে মানুষের শরীরে ভাইরাস একবার ঢুকে পড়লে, এটি ছড়াতে থাকে এবং ভাইরাস ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ নিতে পারে। আর নতুন রূপ নিলে তা আরো শক্ত রোগ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং এমন একটি ব্যবস্থা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে এসব ভাইরাস যাতে দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষ এবং জীবজন্তুর নৈকট্য বাড়বে। কারণ, সুপেয় পানির মত সম্পদের টান পড়লে বা সূর্যের তাপ থেকে নিজেদের আড়াল করতে মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে সংস্পর্শ বাড়বে।

বাদুড় নিয়ে আগে থেকেই শত শত কোটি ডলারের গবেষণা হচ্ছে। অন্যতম কারণ - এই প্রাণীর শরীরে রোগ প্রতিরোধের অসামান্য ক্ষমতা। সেইসাথে একটানা যতটা পথ তারা অতিক্রম করতে পারে তাও বিস্ময়কর।

বাদুড়দের ব্যাপারে আরো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেলে - যে চেষ্টা ঘানায় করা হচ্ছে - ভবিষ্যতে পৃথিবীর মঙ্গলে তা বড় ভূমিকা রাখবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারিঃ 'আরও নিশ্চিত অবস্থানে' যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি জ্যানেট ইয়েলেন রবিবার বলেন, চীনের কর্মকর্তাদের সাথে গত কয়েক দিনে ১০ ঘন্টার বৈঠক 'ফলপ্রসূ' হয়েছে। 'আরও নিশ্চিত অবস্থান' নিয়ে দুই বিশ্বশক্তির মধ্যে সুসম্পর্ক নিয়ে তিনি চীন ত্যাগ করেছেন। বেজিং-এর যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে ইয়েলেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের নানা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মতপার্থক্য রয়েছে। তিনি অন্যায্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসার বিরুদ্ধে চীন থেকে চলা কূট কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেন। তবে, এরই সাথে ইয়েলেন যোগ করেন যে, তিনি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিশ্বাস করেন যে, আমাদের দুই দেশের বিকাশের জন্য এই বিশ্ব যথেষ্ঠ বড়। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বিশ্বের দুই সর্ববৃহৎ অর্থনীতি। জাতীয় নিরাপত্তাগত সমস্যা ও বাণিজ্য নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির ব্যাপারে শীর্ষ কর্মকর্তারা গত কয়েক সপ্তাহে সাক্ষাৎ করেছেন। স্বাভাবিক যোগসূত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতেই এই সাক্ষাৎ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন গত মাসে বেজিং গিয়েছিলেন। বাইডেনের প্রেসিডেন্সির সময় এটাই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের কোনও শীর্ষ কূটনীতিকের সফর। জলবায়ুগত দূত জন কেরি এই মাসের শেষের দিকে সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এক সিনিয়র ট্রেজারি কর্মকর্তা বলেন, ইয়েলেনের এই সফরের ফলে নির্দিষ্ট কোনও নীতি উঠে আসেনি কিন্তু 'পুনরায় যোগাযোগস্থাপন' ও সম্পর্ক নির্মাণের নিরিখে এটা 'ভীষণই সফল'। এই সফরে ইয়েলেন চীনের ভাইস প্রিমিয়ার হে লাইফেং-এর সাথে শনিবার পাঁচ ঘন্টা ধরে বৈঠক করেন। রাজস্ব দফতর এই বৈঠককে আন্তরিক, গঠনমূলক ও সার্বিক বলে অভিহিত করেছে। এদিকে, চীনের সরকারি গণমাধ্যমে একে 'গভীর, আন্তরিক ও বাস্তবোচিত' বলে আখ্যা দিয়েছে।

সাময়িকী

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তিক্ত হলো কেন?

বিরূপাক্ষ পাল
কলামিস্ট

আধুনিক পররাষ্ট্রনীতির কলিজার নাম অর্থনৈতিক কূটনীতি। বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমলা ও পেশাদার কূটনীতিকেরা যতটা বুঝতে পারেন, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কর্তারা ততটাই কম অনুধাবন করেন। আওয়ামী লীগ সরকার তৃতীয় মেয়াদে এসে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এই চ্যালেঞ্জকে কয়েকজন মন্ত্রী অনেকটা 'যুদ্ধের' পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। সরকারের প্রিয়তা অর্জনে উন্মুখ কিছু মিডিয়া বা টিভি চ্যানেল 'মার্কিনরা এই দেউলিয়া হয়ে গেল আর কি' কিংবা 'পুতিনের ভয়ে আমেরিকা কম্পমান'-এ জাতীয় প্রচারণায় যেন মার্কিনবিরোধী সংগ্রামে নেমে পড়েছে।

এগুলো অনলাইন পোর্টালে দেখার পর ভয়ে ভয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই, কোনো মার্কিন আমাকে বাংলাদেশি জেনে আক্রমণ করতে এল কি না। কিংবা মার্কিন সরকার দেউলিয়া হয়ে গেলে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে সপরিবার না খেয়ে মরতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে কিছু লিখতে গেলে কোনো মার্কিন সংস্থার 'এজেন্ট' হয়ে যাই কি না, সে ভয়েও লিখতে মন চায় না। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিচার হচ্ছে আদালতে। তখন বাংলাদেশের এক টিভি চ্যানেল থেকে জানলাম, 'আমেরিকায় রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।' যেহেতু দেউলিয়া হইনি, রক্তগঙ্গাও বয়ে যায়নি, তাই সাহস করলাম কিছু লিখব। আধুনিক পররাষ্ট্রনীতির কলিজার নাম অর্থনৈতিক কূটনীতি। বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমলা ও পেশাদার কূটনীতিকেরা যতটা বুঝতে পারেন, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কর্তারা ততটাই কম অনুধাবন করেন। তাই তাঁরা অতিবাচালতায় বিভোর হয়ে বহিঃসম্পর্ক নষ্ট করে ফেলেন। পেশাদার কূটনীতিকদের কিছু করার থাকে না। অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্ত্রীরা উচ্চবাক হলে সমস্যা নেই। রাজনীতির মাঠ গরম রাখতে হবে। মিডিয়ায় বেশি ফোকাস পেলে কোনো মন্ত্রী অতিকথনের রোগ থেকে মাঝেমধ্যে বিচ্যুতি কথনেও লিপ্ত হবেন-এটাও মানুষ মেনেই নেয়। কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তর সামলাতে হয় অল্প কথন দিয়ে-পেশাদার কূটনীতিকদের তৈরি করা লিখিত বক্তব্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুও এই পেশাদারির সম্মান রাখতেন। পেশাদার কূটনীতিকদের সঙ্গে সব ঠিক করে নিতেন। তাই তিনি একজন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নেতা হয়েও পশ্চিমা দুনিয়া থেকে শান্তিপদক পেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র, চীন বা রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হচ্ছে বৈশ্বিক মোড়লত্ব বা আঞ্চলিক মাতব্বরি বজায় রাখার স্বার্থে সামরিক ও কৌশলগত বিষয়গুলো ঠিক করা। তিনটি দেশই তাদের প্রভাবের সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত। যদিও এই বিস্তারের কাজে কারও কৌশল আর্থিক ও জ্ঞানগত প্রভাব, কারওটা মধ্যযুগীয় মানে সরাসরি জমি দখল। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ। নালিতাবাড়ীর গ্রামে দেখেছি, দুই মোড়লের লড়াই হলে বুদ্ধিমান মাস্টার বা কৃষক কারও পক্ষ নিয়ে ওকালতি করেন না। চুপচাপ থেকে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেন। মাস্টার দুই মোড়লের মেয়েকেই টিউশনি পড়ান, কৃষক দুজনের জমিই বর্গাচাষ করেন। কী দরকার ভেজালে গিয়ে। কিন্তু বাংলাদেশ সম্প্রতি পুতিনের বিপজ্জনক বিদ্যুৎ ও চীনা ঋণের অজস্র বিনির্মাণ প্রকল্প নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করার অতি উৎসাহে লিপ্ত। তাই মার্কিন সম্পর্ক আরও তিক্ত হলো। এর প্রয়োজন ছিল না। রাশিয়ান তেলের এক বিশাল ভোক্তা হয়েও ভারতের মোদি সরকার পুতিন-প্রীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েনি বরং প্রধানমন্ত্রী মোদি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন, ইউক্রেন একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে তার সীমানাগত সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার অধিকার রাখে। এটি সদা ক্ষুব্ধ পুতিনের রক্তচাপ আরও বাড়াবে কি না, তা বিবেচনায় আনেননি বরং জাতিসংঘের সনদ মান্যতা ও গোঁয়ার প্রতিবেশী কর্তৃক আক্রান্ত না হওয়ার অধিকার যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেই বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদি পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন। ইউক্রেন আক্রমণকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ' বলে চালিয়ে দেননি। জটিল বিষয়ে মতামত যদি দিতেই হয়, তাহলে নিজস্ব সংবিধান ও জাতিসংঘের সনদের আশ্রয় নেওয়াই চৌকস কূটনীতির মূলকথা।

জানা অজানা

সৎসঙ্গের দ্বারা জীবন পরিবর্তন হয়

সুনীল কুমার দে

মাতাজী আশ্রম হাতা দ্বারা সঞ্চালিত বিগত ৯ ই জুলাই এদল গ্রামে আঠ দিবসিয় কথামৃত উৎসবের তৃতীয় দিন অভয় সাহুর বাস ভবনে আয়োজিত হলো যেখানে ভক্তের ভিড় উপচে পড়লো।সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ঠাকুর,মা,ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও আরতি হলো।শঙ্কর চন্দ্র গোপ সকল ভক্তদের স্বাগত জানিয়ে কথামৃত উৎসবের উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোক পাত করলেন।সুনীল কুমার দে বললেন,,,জীবনে সৎসঙ্গের খুবই প্রয়োজন।সৎসঙ্গের দ্বারা জীবন পরিবর্তন হয়।কমল কান্তি ঘোষ মহাশয় রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।তিনি বললেন,,রামকৃষ্ণ কথামৃত একটি সর্বজনীন ধর্ম গ্রন্থ।কথামৃতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সকল সমস্যার সমাধান করে গেছেন।লোচনা মণ্ডল সারদা মায়ের জীবনী ও আনন্দ সাহু স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পাঠ করলেন।তারপর ভক্তি সংগীত হলো যেখানে বাদল মামা,সুনীল কুমার দে,ভাস্কর দে,পতিত পাবন দাস,তড়িৎ মণ্ডল,ফাল্গুনী দাস,প্রবীর দাস,দেশাই সোরেন,নীতা দত্ত ও মাতাজী আশ্রমের মহিলারা ভাগ নিলেন।সবশেষে হরিনাম সংকীর্তন ও হরিলুট দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হলো।শেষে অংশুমান সাহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। অনুষ্ঠানটি কে সঞ্চালন করলেন সুনীল কুমার দে।অনুষ্ঠানের শেষে সবাই কে প্রসাদ খাওয়ানো হলো।এই অবসরে অভয় সাহু,মিঠুন সাহু,অংশুমান সাহু,আনন্দ সাহু,সুদীপ মুখার্জি,দুর্যোধন সাহু,রবীন্দ্র নাথ দাস,ব্রহ্ম পদ মরল, বীরেন মণ্ডল,নারায়ণ চ্যাটার্জি,মোহিতোষ মণ্ডল,রাজকুমার সাহু,সহদেব মণ্ডল,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,সন্তোষ মণ্ডল,তপন দে,তরুণ দে,সনাতন মাহাতো,হরগৌরি মাহাতো,শিবতোষ নাগ,স্বপন মণ্ডল,তপন মণ্ডল,যমুনা মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,কাজল মণ্ডল,ঝর্ণা সাহু,তনুশ্রী সাহু,,অঞ্জলি মণ্ডল,ছবি রানী মণ্ডল,সাবিত্রী গোপ,ইতু সাহু আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের চিঠি

কোথায় চলেছে সমাজ

মানুষের চতুর্থ কাল অর্থাৎ বৃদ্ধকাল টা খুবই আনন্দের ও সুখের হওয়ার কথা কিন্তু বর্তমান আধুনিক যুগে মানুষের বৃদ্ধ কাল টা খুবই দুঃখের ও কষ্টের হয়ে দাড়িয়েছে।মা বাবা খুব আশা নিয়ে সংসার করে ও সন্তানের জন্ম দেয় দুটো কারণে,এক, বংশ রক্ষা করার জন্য ও দুই,,বুড়ো বয়সে ছেলে বউএর হাতে সেবা পাওয়া লেখা পুরানো যুগে ছেলেরা যখন ঘরে থাকতো বৃদ্ধ বয়সে মা,বাবা তাদের সেবা পেত কিন্তু বর্তমান যুগে চাকরি করার জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে, বিয়ে করার পর বউ কে নিয়ে বাইরেই থাকছে।বাইরে মা বাবাকে রাখা সম্ভব ও নেই আবার ইচ্ছেও নেই।আজকাল তো মা বাবাকে ছেলেরা পরিবারের সদস্য মানতেও রাজি নয়।যদি ছেলে খুব ভালো হয় তো বৃদ্ধাশ্রমে কোনো রকম বউ কে ল্যাং মেরে রাখার ব্যবস্থা করে কিন্তু নিজের কাছে রেখে মাথায় বোঝা নিতে চায় না।যদি কোনো মাবাবার মেয়ে থাকে তাহলে তো মাঝে মধ্যে এসে মাবাবার খোঁজ খবর নিয়ে যায় কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে থেকে মেয়েরা তো আর ছেলের কাজ করতে পারে না।সুতরাং মা বাবার সব কিছু থেকেও নিজেদের কে বড় অসহায় মনে করে।ছেলে বউএর উপর মা বাবার কোনো কথা চলে না,কোনো আদেশ,উপদেশ চলে না,বেশি কিছু বললে বলে,,,তোমাদের জমানা চলে গেছে, তোমাদের জন্য তো আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারবো না।কথা শুনে মা বাবার হাত থেকে বড় আশার লাঠিটা ফসকে যায়,সাথে সাথে চোখের জলে বুক ভেসে যায়।মুখ খুলে অভিশাপ দিতে পারে না,শুধু মনে মনে বলে,,প্রভু অনেক সংসার হলো,এবার তোমার কাছে নিয়ে চলো।যারা একদিন মরতে চাইতো না তারা বুড়ো বয়সে আর বাঁচতে চায় না।আজ আধুনিক যুগে কোথায় চলেছে পরিবার,কোথায় চলেছে সমাজ।সবাই একটু ভাবুন।সবাই একটু ফিরে দাঁড়ান।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যের ভূমিপুত্ররা একত্রিত না হলে অসম দ্বিতীয় বাংলাদেশ হিসাবে রূপান্তরিত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

বর্তমান রাজ্যের বারোটি জেলা হাতছাড়া হয়েছে, বাকি জেলাগুলোও বাংলাদেশীর দখলে যাবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের তিনজন গগৈর হাত মেলানো সংক্রান্তে ফের একবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এভাবে ভাগ ভাগ না হয়ে ভূমিপুত্রদের একত্রিত থাকতে হবে। ভূমিপুত্ররা একত্রিত না হলে অসম দ্বিতীয় বাংলাদেশ হিসাবে রূপান্তরিত হবে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ভূমিপুত্র একত্রিত না হলে বাংলাদেশিরা অসমকে কেড়ে নেবে। রাজ্যের বারটি জেলা ইতিমধ্যে বাংলাদেশীদের হাতে চলে গেছে। রাজ্যের বাকি জেলাগুলো এভাবে বাংলাদেশীদের হাতে চলে যাবে বলে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে জনসম্পর্ক অভিযানের অন্তর্গত জনসভা অনুষ্ঠিত করছে রাজ্য বিজেপি। এরই অংশ হিসেবে রবিবার মঙ্গলদৈ লোকসভা কেন্দ্রের ভিত্তিতে জন সম্পর্ক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। জনসভার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন রাজ্যবাসীর সন্দিকৈ লাগবে, বরগোহাই লাগবে, বরপাত্র গোহাই লাগবে, বুঢ়া গোহাই লাগবে, গগৈ লাগবে, একইভাবে লাগবে কোচ, রাভা, বড়ো, মরান, মটক, চুতিয়া, দাস, কলিতা। প্রত্যেককে লাগবে রাজ্যবাসীর বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন যদি প্রত্যেকে একত্রিত না হয় তাহলে অসম দ্বিতীয় বাংলাদেশ হয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিন গগৈ হাত মেলানো তিনি খারাপ পাননি। কিন্তু তিন গগৈ হাত মেলানোর পাশাপাশি প্রত্যেকেই যেন হাত মেলান। বরগোহাই থেকে দাস কলিতা পর্যন্ত। এই ধরনের একটি ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশী অসমকে নিয়ে নেবে। নিয়ে নেবে কেন তারা ইতিমধ্যে নিচ্ছে। সারা রাজ্যের বারোটি জেলায় ইতিমধ্যে বাংলাদেশীদের হাতে চলে গেছে। একইভাবে বাকি জেলাগুলো তাদের হাতে যাবে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এভাবে অসম সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় বাংলাদেশ হয়ে যাবে বলেও আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য এর আগেও তিন গগৈ নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি ইতিমধ্যে বলেছেন তিন গগৈ, তিন শর্মা, তিন দাস এই ব্যবস্থাটি ভালো নয়। বর্তমান সময়ে অসমে গগৈ দরকার, বরপাত্র গোহাই দরকার, সন্দিকৈ দরকার, দাস কলিতা দরকার, বড়ো কাছাড়ি, মিসিং এর দরকার। সবাই যে সময়ে একসঙ্গে মিলিত হয়ে থাকবে তখন অসমের ক্ষেত্রে আসা প্রতিটি প্রত্যাহ্বান গ্রহন করা সম্ভব হবে। যতই নিজের জাতি উপাধি নিয়ে চিন্তা চর্চা হবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে উপনদী গুলির মিলিত হয়ে নদী হয় এবং নদীগুলো মিলিত হয়ে সাগর হয়। সবাই নিজের উপাধি নিয়ে চিন্তা কর কিন্তু সম্মুখে এক শক্তিশালী অসমের প্রতি ছবি থাকা প্রয়োজন। শুধুমাত্র জাতিগত ভাবে চিন্তা করলে অসমের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে না বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন অসমের মাত্র ৬০ ভূমিপুত্রদের হাতে রয়েছে, ৪০ নেই, প্রতিবছর এক শতাংশ করে কমে যাচ্ছে। ফলে কি করতে হবে সেটা রাজনৈতিক নেতারা জাতিটির জন্য করলে ভালো হবে। তবে তাকে প্রত্যেককে নিয়ে চলতে হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ভুতুড়ে ছাত্রছাত্রী, ভুতুড়ে বিদ্যালয়ের ফরএভার রাজ্যে ভুতুড়ে শিক্ষকশিক্ষিকা রয়েছেন বলে সন্দেহ শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর

রাজ্যের ৪০৯৭০ টি থলদি থবং ইউদি বিদ্যালয়ের জন্য ৭৯.৮০ কোটি টাকা তথা ক্রীড়ার ক্ষেত্রে ১৬.৩৯ কোটি টাকা অনুদান ঘোষণা, শিক্ষা সেতু অ্যাপে শিক্ষকদের প্রোফাইল পূরণ না করা বিদ্যালয় পাবে না থই অনুদান

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে অসম সরকার। তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষা বিভাগ শুরু করেছে শিক্ষা সেতু অ্যাপ। কিন্তু এরই মধ্যে ভুতুড়ে ছাত্রছাত্রী, ভুতুড়ে বিদ্যালয়ের পর এবার রাজ্যে ভুতুড়ে শিক্ষকশিক্ষিকা রয়েছেন বলে সন্দেহ প্রকাশ করছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন সরকার বারংবার বলার পরেও বহু শিক্ষক নিজের প্রোফাইল শিক্ষা সেতু অ্যাপে আপলোড করছেন না। ফলে আদৌ সেই শিক্ষকরা বাস্তবে রয়েছেন কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান রাজ্যের ৪০৯৭০ টি এলপি এবং ইউপি বিদ্যালয়ের জন্য এই বছরের ৭৯.৮০ কোটি টাকা তথা ক্রীড়ার ক্ষেত্রে ১৬.৩৯ কোটি টাকা অনুদান ঘোষণা করা হয়েছে। তবে শিক্ষা সেতু অ্যাপে শিক্ষকদের প্রোফাইল পূরণ না করা বিদ্যালয় এই অনুদান পাবেনা বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা সেতু অ্যাপে বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের যাবতীয় তথ্য পূরণ করার জন্য শিক্ষকদের বারংবার আহ্বান এবং অনুরোধ জানিয়েছে অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগ। তবে এরপরেও বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষা সেতু অ্যাপে নিজেদের প্রোফাইল আপলোড করেননি। ফলে এবার বিদ্যালয় গুলোর ক্ষেত্রে অনুদান এবং ক্রীড়া অনুদান ঘোষণা করা হলেও যে বিদ্যালয় শিক্ষা সেতু অ্যাপে শিক্ষকদের প্রোফাইল আপলোড করেনি সেই বিদ্যালয় গুলোকে সাময়িকভাবে অনুদানপ্রদানে বাধান করেছে শিক্ষা বিভাগ। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। রবিবার গুয়াহাটি মহানগরের কাহিলিপাড়া স্থিত অসম সমগ্র শিক্ষা মিশন কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন রাজ্যের সরকারি এবং প্রাদেশিকিকৃত বিদ্যালয়ের জন্য অনুদান এবং ক্রীড়া অনুদান ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু জানান রাজ্যের মোট ৪৫৯৮৩ টি সরকারি এবং প্রাদেশিকিকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যে এলপি এবং ইউপি বিদ্যালয়ের জন্য এই বছরের অনুদান ঘোষণা করা হয়েছে। এই অনুদানের দশ শতাংশ স্বচ্ছতার জন্য কথা বিদ্যুৎ বিল, বার্ষিক মেইন্টেনেন্স ইত্যাদি কাজের জন্য সরকারের এই অনুদান গবেষণা করার নিয়ম রয়েছে। ৩০ এর নিচে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা থাকা বিদ্যালয়ে গুলো ১০ হাজার টাকা করে অনুদান পাবে। একইভাবে ৩০ থেকে একশোর মধ্যেই ছাত্রছাত্রী থাকা বিদ্যালয় গুলো পাবে ২৫ হাজার টাকা। ১০০ থেকে ২৫০ এর মধ্যে ৫০ হাজার টাকা, ২৫০ থেকে ১ হাজার এর মধ্যে ৭৫ হাজার টাকা এবং ১০০০ এর উপরে ছাত্রছাত্রী থাকা বিদ্যালয় গুলোকে এক লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার নিয়ম রয়েছে বলে জানান তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন রাজ্যের মোট ৪৫৯৮৩ টি সরকারি এবং প্রাদেশিকিকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫ বিদ্যালয় বাদ দিলে বাকি সবাই বিদ্যালয়ের যাবতীয় তথ্য শিক্ষা সেতু অ্যাপে আপলোড করেছে।

রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত মোট ২৪২১১৪ জন শিক্ষক এবং কর্মচারী রয়েছেন। তবে এর মধ্যে মোট ২০৮৫৩১ শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষা সেতু অ্যাপে নিজেদের প্রোফাইল আপলোড করেছেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে মোট ৩৩৫২৩ জন শিক্ষকশিক্ষিকা নিজেদের তথ্য তথ্য শিক্ষা সেতু অ্যাপে দাখিল করেননি। এর মধ্যে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রয়েছেন ২৬১৭৭ জন এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা রয়েছে ৭৪৬৬ জন। তিনি বলেন বিদ্যালয়ের প্রশাসন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই তথ্যের প্রযোজনীয়তা রয়েছে। অন্যথায় সরকারকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মোট ১১৪৮০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকারা শিক্ষা সেতু অ্যাপে নিজেদের তথ্য আপলোড করেননি। রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় এই ধরনের বিদ্যালয় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন এর ফলে সন্দেহ হচ্ছে আদৌ এই শিক্ষকরা শারীরিকভাবে বাস্তবে রয়েছেন কিনা। যেভাবে ভুতুড়ে ছাত্রছাত্রী, এমনকি ভুতুড়ে বিদ্যালয় পর্যন্ত পাওয়া গেছে, এবার ভুতুড়ে শিক্ষকশিক্ষিকা রয়েছেন বলেও সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন এটা হতে পারে যে কোনো কারনে সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক নেই অথবা অন্য যেকোনো কারণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এমন অবস্থায় স্কুল ম্যানেজমেঃট কমিটিকে সেই শিক্ষক সম্পর্কে লিখিতভাবে বিস্তারিত জানাতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। যদি এসএমসি সেটা লিখে দেয় পরের দিনই সেই বিদ্যালয়ের জন্য অনুদান রিলিজ করে দেওয়া হবে। তিনি বলেন সাধারণ জনতার কর নিয়ে সরকার শিক্ষকশিক্ষিকাদের বেতন দিচ্ছে অথবা বিদ্যালয়ের জন্য টাকা খরচ করছে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের জবাবদিহি রয়েছে। আম জনদাকে জানাতে হবে যে তাদের টাকা নিয়ে সরকার তাকে বেতন দিচ্ছে। ফলে শিক্ষক শিক্ষিকারা শিক্ষা সেতু অ্যাপে তথ্য আপলোড না করলে সেই বিদ্যালয়কে অনুদান দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। শিক্ষামন্ত্রী বলেন কেউ যাতে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারকে হালকাভাবে না নেন। লাইটলি না নেন। এইসব নিয়ে ধামালি না করেন। এই সরকারকে সিরিয়াসলি নেওয়ার জন্য শিক্ষকশিক্ষিকারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। শিক্ষকশিক্ষিকারা যদি এভাবে শিক্ষা সেতু অ্যাপে প্রোফাইল আপলোড না করেন তাহলে আগামী আগস্ট সেপ্টেম্বর থেকে তাদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন যারা গুণোৎসবে কিংবা শিক্ষা সেতু অ্যাপ কিংবা অন্য কোনো সরকারি পদক্ষেপের বিরোধিতা করছেন তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা করবেনা সরকার। তবে যেই শিক্ষক শিক্ষিকারা ভালো অর্থাৎ যারা সরকারকে অনবরত সহযোগিতা করছেন তাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এমনকি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের স্থানে প্রধান শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে দাবী না থাকলেও সরকার নিজের দায়িত্ব পালন করবে। এক্ষেত্রে সরকার যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু একাংশ শিক্ষকশিক্ষিকা আজও বেপরোয়া হয়ে রয়েছেন। এই ধরনের মনোবৃত্তি থাকা শিক্ষকশিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে রাজ্যের জেলা গ্রন্থাগার গুলোকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছে বলে জানালেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন বর্তমান আধুনিক যুগে পুরানো পরম্পরা অথবা নিয়মে গ্রন্থাগারের গ্রহণযোগ্যতা নেই। ফলে বর্তমান আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল লাইব্রেরী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকার চিন্তা ভাবনা করছে। এক্ষেত্রে বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন এই সংক্রান্ত ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানের গ্রন্থাগার গুলোতে ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবস্থা রাখাটি অত্যন্ত প্রযোজনীয় হয়ে পড়েছে। ফলে এই বিষয়ে সরকার গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করছে বলে জানালেন তিনি।

রাজ্যের কেন্দ্র পুনর্গঠনের পর পঞ্চায়েত এলাকার পুনঃ নির্ধারণ করা হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরিস্থিতির তুলনায় অসম বহুগুনে ভালো রয়েছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা তিন তরফা নয় বরং দুই তরফা ভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্র গুলোর ডিলিমিটেশন সম্পূর্ণ হলে অসমের প্রতিটি পঞ্চায়েতের মানচিত্র পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ রাজ্যের কেন্দ্র পুনর্গঠনের পর পঞ্চায়েত এলাকার পুনঃ নির্ধারণ করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরিস্থিতির তুলনায় অসম বহুগুনে ভালো রয়েছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে যেটা হচ্ছে সেই তুলনায় অসম বহুবনে ভালো রয়েছে।

কমলপুরে আযোজিত বিজেপির মহা জনসম্পর্ক অভিযানে অংশ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন পঞ্চায়েত রাজ আইন ব্যবস্থা নিয়ে বর্তমান বিভিন্ন আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক ভাবে টিকেট দেওয়া উচিত কিংবা রাজনৈতিক দলের এখানে প্রবেশ করা উচিত নয় এই ধরনের বিষয়ে আলোচনা চলছে। তিনি বলেন পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা তিন তরফা নাকি দুই তরফা ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত অথবা এই নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি হওয়া উচিত এই বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তবে সম্ভবত অসমে তিন তারফা পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে দুই তরফা পঞ্চায়েতেরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক দুটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রগুলোর পুনর্গঠন যদি বাস্তবে হয়ে যায় তাহলে পঞ্চায়েত গুলোকেও পুনর নির্ধারণ করতে হবে। অন্যথায় কোন একটি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি পঞ্চায়েত অর্ধেক থাকবে এবং অন্য বিধানসভা কেন্দ্রে থাকবে অর্ধেক। ফলে লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রগুলোর পুনর্গঠনের জন্য জুলাই মাস অপেক্ষা করা হবে। যদি ডিলিমিটেশন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বরে বিধানসভা অধিবেশনে পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ৩১ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তাছাড়া প্রায় ৪০০ এর অধিক বিজেপি কর্মী পশ্চিমবঙ্গ থেকে গ্রামের রাস্তা ধরে পলায়ন করে অসমে আশ্রয় নিয়েছেন। এর মধ্যে অধিকাংশ মহিলা রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিয়ে তিনি বলেন যেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়েছে সেই রাজ্যে এই ধরনের পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখে আতঙ্কিত হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অসম বহুগুনে ভালো। অসমে নির্বাচনে হিংসা, দাঙ্গা, মারপিট হয় না। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অসমের নির্বাচন অত্যন্ত শান্তভাবে হয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এদিকে একাংশ রাজ্যবাসীর বিদ্যুতের বিল সংক্রান্ত হওয়া সমস্যার ক্ষেত্রে যোগাযোগ করার জন্য বিভিন্ন পত্রিকা এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সেই বিজ্ঞাপনের পর মোট ৬০ জন ব্যক্তি তাদের সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে জানিয়েছিলেন। তার মধ্যে ৫৭ টি সমস্যার সমাধান ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাকি তিনটি সমস্যার ক্ষেত্রে সমাধানের পথ বের করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। ফলে বিদ্যুতের বিল অথবা ইলেকট্রনিক মিটার সংক্রান্ত কোন ধরনের সমস্যা হলে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় সঙ্গে রাজ্যবাসী যোগাযোগ করতে পারবেন বলে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

সিলেটে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত,বুধবার ঢাকায় সমাবেশ করবে বিএনপি

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আগামী বুধবার ঢাকায় জনসভা করবে বিএনপি। সেই জনসভা থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নতুন যাত্রা শুরু হবে। রবিবার সিলেট নগরীর চৌহাট্টা এলাকার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল আয়োজিত যুব সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি। মির্জা ফখরুল বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আযোজন করতে হবে। কারণ, বিগত দু'টি নির্বাচন প্রমাণ করেছে, আওয়ামী লীগের শাসনামলে কোনো বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হতে পারে না। বিএনপি মহাসচিব বলেন, আগামী ১২ জুলাই ঢাকায় সমাবেশ হবে। যেখান থেকে নতুন ঘোষণা আসবে। সেই ঘোষণার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নতুন যাত্রা শুরু হবে। তিনি বলেন, সর্বস্তরের জনগণকে জাগিয়ে, গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার নতুন যাত্রায়, তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন, চাকরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সরকারের কোনো মনোযোগ না থাকায় দেশে প্রায় চার কোটি যুবক বেকার রয়ে গেছে। এমনকি ক্ষমতাসীন দলের যুবকদের চাকরি পেতে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিতে হয়। তাই দেশের এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

দুই স্পিনারে শ্রীলঙ্কার বাজিমাত

কোলম্বো (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শ্রীলঙ্কা তাদের আট ম্যাচের পাঁচটিতে ব্যাট করেছে আগে। এর মধ্যে পুরো ৫০ ওভার ব্যাট করতে পেরেছে মাত্র একটিতে। ব্যাটিংয়ে এমন ভঙ্গুরতার পরও একটি ম্যাচেও হারেনি। আট ম্যাচের সব কটি জিতে বিশ্বকাপ বাছাই টুর্নামেন্টে হয়েছে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন।

ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতা দেখাতে না পারলেও টানা আট জয়ের রহস্য তো বোঝাই যাচ্ছে, বোলারদের টানা সাফল্য। গ্রুপ পর্ব থেকে শুরু করে সুপার সিক্স হয়ে ফাইনাল, স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে থেকে শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হয়ে ফাইনালে ওঠা নেদারল্যান্ডস সব পর্বে সব প্রতিপক্ষকেই অলআউট করেছে শ্রীলঙ্কার বোলাররা। এক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়া আর কোনো প্রতিপক্ষ দুই শ রানই পার হতে পারেনি। আট দলের ৮০ উইকেটের অর্ধেকের বেশি তুলে নিয়েছেন মাত্র দুজন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও মাহিশ তিকশানা। দুই স্পিনারের যৌথ শিকার ৪৩ উইকেট, যার মধ্যে হাসারাঙ্গার ২২টি, তিকশানার ২১টি। ১০ দলের ৩৪ ম্যাচের টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেট এ দুজনেরই। এখন আগস্ট-সেপ্টেম্বরের এশিয়া কাপ আর অক্টোবর-নভেম্বরের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ঘিরে শ্রীলঙ্কার যে আশা-ভরসা, তাঁর অনেকখানি জুড়ে থাকছে এই স্পিন জুটি।

২৫ বছর বয়সী হাসারাঙ্গা লেগ স্পিনার, বড় অস্ত্র গুগলি। ২০২১ ও ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট শিকার করে আগে থেকেই বেশ পরিচিত। তবে কুড়ি ওভার ক্রিকেটের তুলনায় ওয়ানডেতে কিছুটা অসফলই ছিলেন। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের আগপর্যন্ত ৪০ ম্যাচে ছিল ৪৫ উইকেট। নিজেকে নতুন করে চেনানোর চ্যালেঞ্জ নিয়েই যেন জিম্বাবুয়েতে খেলতে নেমেছিলেন হাসারাঙ্গা। প্রথম ম্যাচেই সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ২৪ রানে ৬ উইকেট। যা তাঁর ক্যারিয়ার সেরা। পরের ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে শিকার ১৩ রানে ৫ উইকেট। হাসারাঙ্গার স্পিন ভেলকিতে আটকা পড়েন আয়ারল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরাও।

বুলাওয়েতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে নেন ৭৯ রানে ৫ উইকেট। ১৯৯০ সালে নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডেতে টানা তিন ম্যাচে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছিলেন পাকিস্তানি ফাস্ট বোলার ওয়াকার ইউনিস। ৩৩ বছর পর তাঁর রেকর্ডে ভাগ বসান হাসারাঙ্গা। প্রথম তিন ম্যাচে ১৬ উইকেট তুলে নেওয়া হাসারাঙ্গা এরপর একটু শ্বাস ফেলেছেন, পরের চার ম্যাচে নিয়েছেন ৮ উইকেট। অনেকটা রিলে দৌড়ের মতো করেই যেখানে হাসারাঙ্গা থেমেছেন, সেখান থেকে নতুন উদ্যমে দৌড়েছেন তিকশানা।

২২ বছর বয়সী এই ডানহাতি মূলত অফ স্পিনার। উইকেট টু উইকেট বল করে থাকেন, রহস্য স্পিনার হিসেবে পরিচিতি তাঁর। হাসারাঙ্গার ১৬ উইকেটের ৩ ম্যাচে তিকশানার সংগ্রহ ছিল মোটে ৩ উইকেট। তবে পরের পাঁচ ম্যাচেই নিয়েছেন ১৮ উইকেট।

এর মধ্যে সুপার সিক্স পর্বে তিন উইকেট করে নিয়েছেন স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে, গতি বাড়িয়ে জিম্বাবুয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শিকার চারটি করে। পরে ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে নেন আরও চার উইকেট।

আবার একের পর এক উইকেট তোলার পথে রান খরচও কমই করেছেন তিকশানা, ৬৩.৫ ওভার ঘুরিয়ে রান দিয়েছেন ৪.০২ গড়ে। যা হাসারাঙ্গার তুলনায়ও বেশ ভালো (৫.১৩)। একজনের সর্বোচ্চ উইকেটশিকার আর অন্য একজনের সেরা ইকোনমি ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটে ভর করে শ্রীলঙ্কা পেয়েছে বিশ্বকাপের টিকিট, সেই সঙ্গে বিশ্বকাপ বাছাই টুর্নামেন্টের শিরোপাও। যা নিয়ে ম্যাচশেষে গর্ববোধের কথাই শুনিয়েছেন অধিনায়ক দাসুন শানাকা, 'আমরা কখনোই বাছাইপর্ব খেলতে চাইনি। তবে খেলতে এসে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা এবং ভারতের টিকিট কাটতে পারায় আমরা গর্বিত।'

শ্রীলঙ্কা ১৯৯৬ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, ফাইনাল খেলেছে ২০০৭ ও ২০১১ আসরেও। সর্বশেষ আসরগুলোতে অন্যতম ফেবারিট হিসেবে শুরু করলেও এবার বাছাইপর্বে নেমে যাওয়ায় অনেকের চোখে শ্রীলঙ্কা শিরোপার বড় দাবিদার নয়। তবে বাছাইপর্বে সর্বোচ্চ উইকেট শিকার করে হাসারাঙ্গা বলেছেন, এখানকার মোমেন্টামই তাঁরা ভারতে নিয়ে যেতে চান, 'দল হিসেবে এবং ব্যক্তিগতভাবে এই মোমেন্টাম আমরা ভারতে নিয়ে যেতে চাই। গত দুই বছরে ভারতে অনেক ম্যাচ খেলেছি। কন্ডিশনও ভালো জানি।'

ভারতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ বিশ্বকাপের স্মৃতিও নিশ্চয়ই শ্রীলঙ্কার জন্য বাড়তি প্রেরণা।

পরের টেস্টে সুযোগ পাবেন তো ওয়ার্নার

পর্থ ঃ ডেভিড ওয়ার্নার সিরিজটি শুরুই করেছিলেন দলে জায়গা হারানোর শঙ্কা নিয়ে। লর্ডসে 'জীবন' পেয়ে ৬৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন, প্রথম দুই টেস্টেই রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের পর জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। হেডিংলিতে লড়াইটা আবার হয়েছে রোমাঞ্চকর, এবার বদলে গেছে ফলটা। গতকাল সিরিজের তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হারের পর আরেকবার আলোচনা উঠেছে ডেভিড ওয়ার্নারের দলে জায়গা নিয়ে।

হেডিংলিতে ওয়ার্নার দুই ইনিংসেই আউট হয়েছেন স্টুয়ার্ট ব্রডের বলে, এ নিয়ে ইংলিশ পেসারের বলে রেকর্ড ১৭ বার আউট হলেন অস্ট্রেলিয়া ওপেনার। ওয়ার্নারের জায়গা শঙ্কায় পড়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ হেডিংলিতে মিচেল মার্শের পারফরম্যান্স। প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেছেন এই অলরাউন্ডার, যিনি দলে এসেছিলেন ক্যামেরন গ্রিনের জায়গায়। গুরুত্বপূর্ণ উইকেটের দেখাও পেয়েছেন মার্শ।

১৯ জুলাই ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে খেলা কথা গ্রিনের, সাম্প্রতিক সময়ে অস্ট্রেলিয়া দলে যাঁর জায়গাটা মোটামুটি পাকা। হেডিংলি টেস্টের শেষ দিন সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বদলি ফিল্ডার হিসেবেও নেমেছিলেন তিনি। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে সর্বশেষ সিরিজেও এমন 'সমস্যা'র মুখে পড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। স্টিভেন স্মিথের কনকাশন-বদলি হিসেবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করা মারনাস লাবুশেনকে সেবার জায়গা করে দিয়েছিলেন উসমান খাজা।

এবার অবশ্য সিরিজে এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক খাজা। ওয়ার্নার সেখানে বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবার নিচে। বেশ কিছুদিন ধরেই রান-খরায় ভুগছেন তিনি। ২০২১ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ওয়ার্নারের গড় মাত্র ২৮.১৭। ওভালে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল থেকে টানা চারটি ম্যাচেই খেলেছেন ওয়ার্নার, খাজার ওপেনিং সঙ্গী ছিলেন তিনি। ওয়ার্নার ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বশেষ কেউ ওপেন করেছেন ট্রাভিস হেড, গত মার্চে আহমেদাবাদে ভারতের বিপক্ষে। তৃতীয় টেস্টের দলে ওপেনিংয়ে বিকল্প হিসেবে আছেন মার্কাস হ্যারিস।

ওয়ার্নারের জায়গা নিয়ে অবশ্য অধিনায়ক প্যাট কামিন্স সরাসরি কিছু বলেননি। তবে গ্রিন যে নিশ্চিতভাবেই নির্বাচনের জন্য বিবেচ্য হবেন, গতকাল সংবাদ সম্মেলনে তা জানিয়েছেন, 'আপনি সব দরজাই খোলা রাখবেন। আমাদের ৯ বা ১০ দিন সময় আছে, আপাতত একটু বিশ্রাম নেব। তবে সবাই ফিরবে। গ্রিনি (গ্রিন) ম্যানচেস্টারে ফিট হয়ে ওঠার কথা। জশ (হ্যাজলউড) ফিরবে। ফলে আমাদের পুরো দলই থাকবে। এরপর উইকেট দেখে আমাদের সেরা একাদশটি ঠিক করব।'

মার্শকে বাদ দেওয়া কঠিন, সেটিও স্বীকার করে নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক। গ্রিন ও মার্শ দুই অলরাউন্ডারকে খেলালে স্বাভাবিকভাবেই বোলারকে বাদ দিতে হবে অস্ট্রেলিয়ার। ফর্মের কারণে ওয়ার্নারের ওপরই খড়্গটি নেমে আসার সম্ভাবনা বেশি হতে পারে। চার বছর আগে হেডিংলিতে বেন স্টোকসের স্মরণীয় ইনিংসে হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া, তবে ওল্ড ট্রাফোর্ডে পরের টেস্টে জিতে ঠিকই অ্যাশেজ ধরে রেখেছিল তারা। এবারও তেমন কিছুরই আশা তাদের। ওভালে শেষ টেস্টটি যাতে সিরিজ-নির্ধারণী হয়ে না ওঠে, সেটিই চান কামিন্সরা। হেডিংলিতে জয়ের পর মোমেন্টাম ইংল্যান্ডের পক্ষে থাকবে, সেটিও মনে করেন না অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক।

স্বাভাবিকভাবেই ওল্ড ট্রাফোর্ডে গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে দল নির্বাচনটাও জুতসই হতে হবে তাদের। এমনিতে আগামী বছরের জানুয়ারিতে ঘরের মাঠ সিডনিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে এ সংস্করণ থেকে অবসর নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন ওয়ার্নার। অবশ্য ম্যানচেস্টারে অস্ট্রেলিয়া সাবেক কোচ ড্যারেন লেম্যান। আরএসএন রেডিওকে বলেছেন, 'আমার মনে হয়, তাকে রাখা হবে। ওল্ড ট্রাফোর্ডের উইকেট সাধারণত ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো। আমার ধারণা, আরেকটি টেস্টের জন্য তার ওপর আস্থা রাখা হবে।'

ওল্ড ট্রাফোর্ডের উইকেট ওয়ার্নারের ব্যাটিংয়ের জন্য মানানসই, এমন উল্লেখ করেছেন লেম্যান। সুযোগ পেলে ওয়ার্নার জ্বলে উঠবেন বলেও বিশ্বাস লেম্যানের, 'সে পরের টেস্টে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে, চড়াও হবে। ডেভির (ওয়ার্নার) জন্য এ ম্যাচে ভালো করার সব উপকরণই আছে। কিছুটা দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওই টেস্টের মতো, যেখানে ২০০ করেছিল।'

ওয়ার্নার সেই ডাবল সেঞ্চুরিটি পেয়েছিলেন গত বছরের ডিসেম্বরে। তবে সেটি বাদ দিলে ২০২০ সালের জানুয়ারির পর থেকে ওয়ার্নারের একমাত্র সেঞ্চুরি সেটিই।

নারীদের মাঠে ফুটবল ম্যাচ দেখার অনুমতি দিল ইরান

তেহরান ঃ বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া ইরানে গ্যালারিতে বসে মেয়েদের ফুটবল ম্যাচ দেখা নিষিদ্ধ ছিল। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফআইআরআই) সভাপতি গতকাল জানিয়েছেন আগামী মৌসুম থেকে মেয়েরা গ্যালারিতে বসে ফুটবল ম্যাচ দেখতে পারবেন। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহেদী তাজ বলেছেন, 'এ বছর লিগের অন্যতম আকর্ষণ হলো...স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে নারীদের দেখা যাবে।' আগামী মৌসুমে ইরানের শীর্ষ লিগের ড্র অনুষ্ঠানে সরাসরি সম্প্রচারে তিনি এই কথা বলেছেন। ১৬ দল নিয়ে লিগ শুরু হবে আগামী মাসে।

১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর ফুটবল এবং অন্যান্য খেলাধুলায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্টেডিয়ামে মেয়েদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা হয়। যদিও এ বিষয়ে লিখিত কোনো আইন নেই। ধর্মগুরুরা ইরানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা যুক্তি দিয়ে এসেছেন, পুরুষ শাসিত এই সমাজে শরীরের পুরো অংশ না ঢেকে খেলাধুলায় অংশ নেওয়া ছেলে অ্যাথলেটদের দেখা থেকে মেয়েদের নিরাপদে রাখা উচিত। ইরানের কোনো কোনো অফিশিয়াল যুক্তি দেন, স্টেডিয়ামগুলোয় মেয়েদের খেলা দেখার মতো ভালো ব্যবস্থা নেই। গত রোববার মেহেদী তাজ বলেন, ইস্পাহান, কেরমান ও আহবেজ শহরের স্টেডিয়ামগুলোর গ্যালারিতে মেয়েদের খেলা দেখার 'ব্যবস্থা' আছে। তবে রাজধানী তেহরান নিয়ে কিছু বলেননি। অনেক বছর পর গত আগস্টে ইরানে ছেলেদের ঘরোয়া ফুটবলে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচে প্রথমবারের মতো মেয়েদের গ্যালারিতে বসে খেলা দেখার অনুমতি দেওয়া হয়। সে ম্যাচে মেস কেরমানের মুখোমুখি হয়েছিল তেহরানের ক্লাব ইশতেগলাল। তবে ইরানের মেয়েরা জাতীয় দলের ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখার সুযোগ পেয়েছে ২০১৯ সালে। তেহরানের আজাদী স্টেডিয়ামে কম্বোডিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইরানের খেলা দেখেছিলেন নারী ফুটবলপ্রেমীরা। ২০১৯ সালে ইরানের নারী ফুটবলপ্রেমী সাহর খোদাইরির মৃত্যুর ঘটনার পর থেকে মেয়েদের স্টেডিয়ামে খেলা দেখার অনুমতি দেওয়া নিয়ে চাপে ছিল ইরান। কারাবাসের শাস্তি হতে পারে এই ভেবে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন সাহর খোদাইরি। কারণ ছেলেদের ছদ্মবেশ নিয়ে তিনি স্টেডিয়ামে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন। ইশতেগলালের পাঁড় সমর্থক ছিলেন খোদাইরি। ক্লাবটির জার্সির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে 'নীল মেয়ে' নামে ডাকেন ইশতেগলাল সমর্থকেরা।

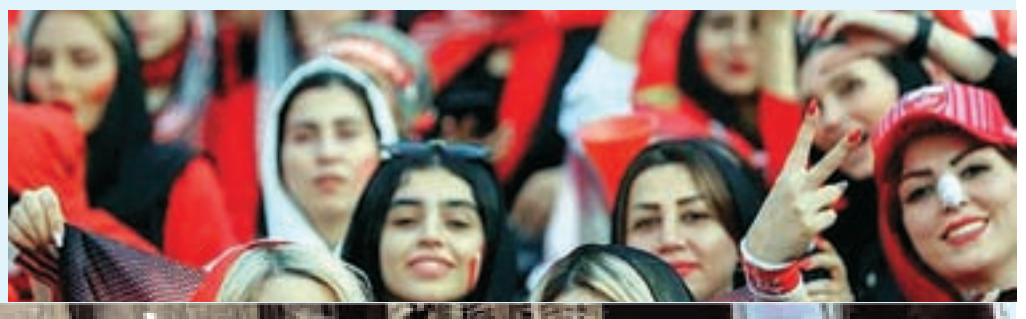

গ্রেসিডেন্টকে তাড়ানোর পরও শ্রীলংকার গণবিক্ষোভের এমন পরিণতি হলো কেন?

কলম্বো (ওয়েবডেস্ক)ঃ চুয়ান্ন বছরের উদেনি কালুদান্ত্রি ছিলেন একজন বন্দরকর্মী। কিন্তু গত বছর তিনিই রাতারাতি পরিণত হয়েছিলেন একজন 'সেনসেশনে' - যদিও এর কারণ ছিল এমন কিছু - যার সাথে তার চাকরির কোন সম্পর্কই ছিল না।

শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোর প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে বিক্ষোভকারীরা ঢুকে পড়ার কয়েকদিন পর একটা ভিডিও বেরিয়েছিল, যা মি. কালুদন্ত্রিকে রাতারাতি বিখ্যাত করে তোলে।

সেই ভিডিওতে দেখা যায়, প্রেসিডেন্টের পতাকায় মোড়া একটি বিছানার ওপর আধশোয়া হয়ে আছেন উদেনি কালুদন্ত্রি।

এর আগেই অবশ্য সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সব ছবি - যাতে দেখা যায় প্রাসাদের ভেতরের সুইমিং পুলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যুবকরা, অথবা কেউ কেউ প্রেসিডেন্টের পালংকের ওপর লাফাচ্ছে। তার সাথে যোগ হয়েছিল কালুদন্ত্রির ভিডিওটিও।

সেই সব ছবিভিডিওতে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাক্শার অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের ব্যাপারে শ্রীলংকার লক্ষ লক্ষ মানুষ কতটা তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

মি. রাজাপাকশা এর পরপরই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান, আর পদত্যাগ করেন তার কয়েকদিন পর।

দেশটির ওই নজিরবিহীন গণআন্দোলনের জন্য এ ঘটনা ছিল বিরাট বিজয়। কিন্তু তার এক বছর পর এখন শ্রীলংকার পরিস্থিতি একেবারেই অন্যরকম।

সে সময়টায় অর্থাৎ ২০২২ সালের প্রথম দিকে শ্রীলংকায় মুদ্রাস্ফীতি ছিল আকাশছোঁয়া। দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শূন্য হয়ে গিয়েছিল, দেখা দিয়েছিল জ্বালানি, খাদ্য আর ওষুধের সংকট। কোন কোন দিন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছিল ১৩ ঘন্টা ধরে।

শ্রীলংকার স্বাধীনতার পর কখনো সেদেশে এত গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়নি।

অনেকের চোখেই তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মি. রাজাপাকশা এবং তার পরিবারই ছিল এ সংকটের জন্য দায়ী।

তার ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতির কারণে দেখা দিয়েছিল বৈদেশিক মুদ্রার সংকট। আবার অন্যদিকে রাজাপাকশা পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দুর্নীতি এবং সরকার অর্থ তসরুপের। কিন্তু মি. রাজাপাকশা ও তার পরিবার এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন।

তাদের মতে এ সংকটের আসল কারণ ছিল করোনাভাইরাস মহামারির কারণে দেশটির পর্যটন খাত থেকে আসা রাজস্ব আয়ে ধস নামা, এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযানের কারণে জ্বালানির দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়া।

সে সময় আমি কলম্বোতেই ছিলাম। রাজধানীর জনপ্রিয় সৈকত তীরবর্তী উন্মুক্ত স্থান গল ফেস গ্রিনে তখন বিপুল জনতার সমাগম হয়েছিল। বিক্ষোভ চলছিল দিনরাত ধরে।

বিশেষ করে সন্ধ্যের দিকে জনসমাগম বেড়ে যেতো। সেখানে সমবেত হতো পরিবার , ছাত্রছাত্রী, পুরোহিত, নান, মওলানা ও ভিক্ষু সহ নানান ধর্মগুরুরা। তাদের শ্লেগান ছিল একটিই 'গোতা গো হোম।

এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশেই। এই প্রথমবারের মতো শ্রীলংকার তিনটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় - সিনহালা, তামিল আর মুসলিম - সবার মধ্যে তৈরি হয়েছিল ঐক্য।

কয়েক সপ্তাহ পরে সেই বিক্ষোভ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল নজিরবিহীন সব ঘটনার। রাজাপাকশাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে বিক্ষোভকারীরা ঢুকে পড়েছিল প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে । সেই দলে ছিলেন উদেনি কালুদন্ত্রিও। প্রেসিডেন্ট রাজাপাকশা সে সময় তার প্রাসাদে ছিলেন না। ফলে বিক্ষোভকারীরা যা ইচ্ছে তাই করতে পেরেছিল। তারা বিছানার চাদর থেকে শুরু করে বই পর্যন্ত সব কিছুই - যে যেমন পারে - নিয়ে গিয়েছিল, স্যুভেনির বা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। আমি নিয়ে গিয়েছিলাম প্রেসিডেন্টের পতাকাটি, কারণ আমার মনে হয়েছিল এসব প্রতীক চিহ্নগুলো ছাড়া মি. রাজাপাকশা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার কাজ চালাতে পারবেন না - বলছিলেন মি. কালুদন্ত্রি। শ্রীলংকার রীতিনীতি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রেসিডেন্টের পতাকাই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । কারণ যখনই একজন নতুন প্রেসিডেন্ট আসেন, তখনই 'প্রেসিডেন্সিয়াল পতাকা'র ডিজাইন বদল করা হয়।

পাঁচদিন পর মি. রাজাপাকশা দেশ ছেড়ে পালালেন, এবং সিঙ্গাপুর থেকে তার পদত্যাগের কথা জানালেন।

একেই দেখা হয় শ্রীলংকার জনগণের সংগ্রাম বা 'আরাগালায়া'র

বিজয় হিসেবে।

শ্রীলংকায় মাত্র কয়েক মাস আগেও রাজাপাকশা পরিবারের এই পতনের কথা কেউ ভাবতেও পারতো না।

রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাধর এই পরিবার সেখানে জনপ্রিয় ছিল। এর একটা বড় কারণ ২০০৯ সালে তামিল টাইগার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চূড়ান্তভাবে দমন এবং ২৫ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান।

কিন্তু সেই বিক্ষোভের পর এক বছর পার হয়েছে।

এখন দেখা যাচ্ছে - সমস্যায় পড়েছে বিক্ষোভকারীরাই। অন্যদিকে রাজাপাকশা পরিবার এবং অন্য আরো বেশি কিছু রাজনীতিবিদ - যারা সেসময় জনরোষের শিকার হয়েছিলেন - তারা ফিরে এসেছেন দেশে, শুধু তাই নয় - ফিরেছেন ক্ষমতাধর অবস্থানেও ।

তাহলে? কী করে এমনটা ঘটলো?

মি. রাজাপাকশা দেশ ছেড়ে পালানোর পর পার্লামেন্টের এক ভোটের মাধ্যমে নতুন প্রেসিডেন্ট হন রানিল বিক্রমাসিংহে - একজন বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদ। মি. রাজাপাকশার দল পার্লামেন্টে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তবে তারাও মি. বিক্রমাসিংহেকে সমর্থন দেয়। তিনি নির্বাচিত হবার কয়েকঘন্টার মধ্যেই গল ফেস থেকে জনতাকে সরিয়ে দিতে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সেখানে হাজির হয় বহু সৈন্য। তারা বিক্ষোভকারীদের তাঁবুগুলো ভেঙে দেয়। মি.কালুদান্ত্রি নিজেও পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, এবং প্রেসিডেন্সিয়াল পতাকার অবমাননার দায়ে ২১ দিন জেল খাটেন। তার বিরুদ্ধে করা সেই মামলা এখনো চলছে, তিনি তার চাকরি থেকেও দু মাসের জন্য সাসপেণ্ড হয়েছিলেন।

সে জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। আমি সেটা করেছিলাম আমার দেশ ও জনগণের জন্য - বলেন তিনি।

তার একমাত্র দুঃখ হলো এই যে তারা গোতাবায়া রাজাপাকশাকে পদত্যাগ করাতে পেরেছিলেন, কিন্তু দেশে একটা নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

মি. রাজাপাকশার বিদায়ের পর নতুন সরকার জ্বালানি আর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সংকট কাটাতে কিছু পদক্ষেপ নেয়।

অনেক বিক্ষোভকারীই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। কিন্তু তার পরও সবচেয়ে কঠোর অঙ্গীকারবদ্ধ কিছু বিক্ষোভকারী কিন্তু রাজপথ ছাড়েননি।

তাদেরকে বিক্ষোভস্থলগুলো থেকে হটিয়ে দিতে কর্তৃপক্ষ শক্তি প্রয়োগ করে - ব্যবহার করে তাদের সব রকম আইনী ও শাস্তিমূলক পন্থা।

সাবেক প্রেসিডেন্ট এখন বাস করছেন একটি উচ্চশ্রেণীর সরকারি বাংলোতে। তার মন্ত্রীসভার অনেক সদস্যই সরকারের পদে পুনর্বহাল হয়েছেন। রাষ্ট্রশক্তির চাপ পুরোপুরি যাদের গায়ে লেগেছে তাদের একজন হলেন ওয়াসান্থা মুদালিগে - একজন বামপন্থী কর্মী এবং অন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক আহ্বায়ক।

বিক্ষোভের সময় তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান ভুমিকায়।

তাকে পরে গ্রেফতার করা হয় সন্ত্রাস দমন আইনে। মি.মুদালিগে পাঁচ মাসেরও বেশি সময় কারাগারে কাটিয়েছেন।

আদালত না থাকলে আমাকে আরো বেশিদিন জেলে থাকতে হতো - বলছিলেন মুদালিগে।

কলম্বোর একটি আদালত মি. মুদালিগের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ খারিজ করে তাকে মুক্তির আদেশ দেয় ফেব্রুয়ারি মাসে। বিচারক বলেছিলেন - কর্তৃপক্ষ আইনটির অপব্যবহার করেছে।

এরকম আরো অনেক বিক্ষোভকারীকেই নানা আইনে অভিযুক্ত করা হয়, কয়েকজনকে কারাদণ্ড দেয়া হয়। তবে বিক্ষোভের নেতাদের অনেকেই তারা যা করেছেন তার জন্য গর্বিত।

সোয়াস্তিকা আরুলিঙ্গম একজন মানবাধিকার আইনজীবী ও অধিকারকর্মী।

তিনি বলেন, এ বিক্ষোভ ঐতিহাসিক ও সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করলেও এর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়নি।

রাজনৈতিক পদ্ধতি, জবাবদিহিতা, দুর্নীতি - এসব ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয়নি। যারা জনগণের সম্পদ চুরির জন দায়ী তারা এখনো ক্ষমতায় আছে - বলেন তিনি।

বিক্ষোভ এখন শান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সমাধি ব্রহ্মনায়কের মতো কিছু বিক্ষোভকারী বলেন, এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে জনগণের শক্তি কী করতে পারে।

ওই বিক্ষোভ আমাদের আশা ও আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, আমরা উপলব্ধি করেছি যে আমরা যৌথভাবে কী অর্জন করতে পারি। বেশ কিছু তরুণ এখন রাজনীতিবিদ হতে চায়। আমাদের রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে হবে - বলেন মিজ ব্রহ্মনায়কে।

মি. বিক্রমাসিংহের সরকার মার্চ মাসে আইএমএফের কাছ থেকে ২৯০ কোটি ডলারের অর্থায়ন পেয়েছে। এর ফলে কলম্বোর পক্ষে জ্বালানি, খাদ্য ও রান্নার গ্যাস সরবরাহ করার জন্য অর্থসংস্থান হয়েছে, অর্থনীতিকে আবার চাঙ্গা করতে অন্য আন্তর্জাতিক দাতাদের কাছে যাবার পথ তৈরি হয়েছে।

বিদেশে থাকা শ্রীলংকান শ্রমিকদের কাছে থেকে আসা রেমিট্যান্স এবং পর্যটন খাতের আয়ও এখন বাড়তে শুরু করেছে। দেশটি আবার উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে - যদিও এখনো আরো বহুদূর যেতে হবে। দেশী ও বিদেশী মিলে শ্রীলংকার মোট ঋণের পরিমাণ এখন প্রায় ৮০০০ কোটি ডলার । এই ঋণ পরিশোধ করাটা হবে এক বড় চ্যালেঞ্জ।

কলম্বো এখন সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই ঋণ পুনতফসিল করার একটি কাঠামো নিয়ে দাতাদের সাথে আলোচনা করছে।

তবে সরকারের কিছু আর্থিক প্রস্তাব নিয়ে বিরোধীদল সহ অনেক শ্রীলংকানের উদ্বেগ রয়েছে।

দেশে অর্থনৈতিক সংকট এখনো চলছে - বলছেন মিজ আরুলিঙ্গম, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে এখন যোগ হচ্ছে মানুষ তাদের অবসরজীবনের জন্য যে সঞ্চয় রেখেছে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ । অবস্থার কোন উন্নতি না হলে লোকে আবার রাস্তায় নেমে আসতে পারে।

টুকরো খবর

ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র সলোমন আইল্যান্ডসকে ঘিরে চীন-মার্কিন প্রতিযোগিতার নেপথ্যে

বেইজিং (ওয়েবডেস্ক)ঃ প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র সলোমন আইল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মানাসিহ সোগাভারে চীনের সঙ্গে একটি বিতর্কিত নিরাপত্তা চুক্তিতে সই করার পর আজ তার প্রথম সফরে বেইজিং এসে পৌঁছেছেন। মি. সোগাভারের এই সফরের লক্ষ্য চীনের সঙ্গে তার দেশের প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা। কিন্তু এরই মধ্যে বেইজিং এর সঙ্গে তার দেশের এই ঘনিষ্ঠতা যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের মধ্যে মারাত্মক অস্বস্তি তৈরি করেছে। চীনের সঙ্গে সলোমন আইল্যান্ডস যে নিরাপত্তা চুক্তি করেছে তার অধীনে চীন ঐ দ্বীপরাষ্ট্রে তাদের দূতাবাসের নিরাপত্তা বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নিতে পারবে। পশ্চিমা দেশগুলোর আশংকা এর ফলে চীন প্রশান্ত মহাসাগরে তাদের প্রথম স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি তৈরির সুযোগ পাবে। সলোমন আইল্যান্ডসকে ঘিরে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার মধ্যে ওয়াশিংটন সেখানে তাদের দূতাবাস আবার চালু করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সলোমন আইল্যান্ডসের গুডালকানাল দ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। তবে প্রধানমন্ত্রী মানাসিহ সোগাভারে বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের এই ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে তারা নিরপেক্ষ থাকতে চান এবং নিজ দেশের উন্নয়নকেই তিনি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। পশ্চিমা বিশ্লেষকরা বলছেন, নিরাপত্তা চুক্তি করার পর বেইজিংয়ে মি. সোগাভারে বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনা পাবেন।

এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং নিকটবর্তী কিছু প্রতিবেশী দেশকে বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। সলোমন আইল্যান্ডসের অবস্থান প্রশান্ত মহাসাগরের এমন একটি জায়গায়, যা কৌশলগতভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই দ্বীপকে ঘিরে চীনের নৌবাহিনীর বড় কোন পরিকল্পনা আছে বলে সন্দেহ করে পশ্চিমা দেশগুলো। চীনের সঙ্গে সলোমন আইল্যান্ডসের এই ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওয়াশিংটন বেশ তাড়াহুড়ো করে গত মাসে পাপুয়া নিউগিনির সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করে। সলোমন আইল্যান্ডস ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায় ৪৫ বছর আগে। গত শুক্রবার স্বাধীনতার ৪৫ তম বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী মি. সোগাভারে তার ভাষণে বলেছেন, বড় দেশগুলো তার দেশে প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে, কিন্তু তিনি তার দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, আমরা নিরপেক্ষ থাকতে চাই, কারণ কোন দেশের পক্ষ নেয়া আমাদের দেশ বা জনগণের স্বার্থের জন্য ভালো হবে না। আমাদের জাতীয় স্বার্থ হচ্ছে আমাদের দেশের উন্নয়ন। তিনি বলেন রাজধানী হোনিয়ারার বাইরে অন্যান্য এলাকায় অবকাঠামোর উন্নয়নও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

চীনের বৃহৎ টেলিকম কোম্পানি হুয়াওয়ে এরই মধ্যে ৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার ব্যয়ে সলোমন আইল্যান্ডসে একটি সেলুলার নেটওয়ার্ক তৈরি করছে। এতে অর্থায়ন করছে চীনের এক্সিম ব্যাংক। অন্যদিকে চীনের আরেকটি রাষ্ট্রীয় কোম্পানি হোনিয়ারা বন্দরের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পেয়েছে। মাত্র সাত লাখ মানুষের এই দেশটি চীনের ঋণের ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে বলে আশংকা করছেন পশ্চিমা বিশ্লেষকরা। চীনে সাত দিনের সফরের সময় মি. সোগাভারে বেইজিং এ তার দেশের দূতাবাসের উদ্বোধন করবেন। তিনি বিভিন্ন চীনা কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন, এবং জিয়াংসু ও গুয়াংডং সফরে যাবেন বলে কথা রয়েছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, চীন এবং সলোমন আইল্যান্ডস প্রশান্ত মহাসাগরের ঐ অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নে অবদান রেখেছে এবং এই সফরের সময় দুই দেশের নেতারা আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবেন। একটি স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলকে দেয়া সাক্ষাৎকারে মি. সোগাভারে বলেছেন, তার দেশ এক সময় অস্ট্রেলিয়ার সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু তারা এখন তাদের পররাষ্ট্রনীতির মনোযোগ অন্যদিকে নিবদ্ধ করতে চান। তারা চীন, ভারত এবং বিভিন্ন উপসাগরীয় দেশের সঙ্গে সহযোগিতার নতুন পথ খুঁজতে চান। মানাসিহ সোগাভারে ক্ষমতায় আসেন ২০১৯ সালে। তিনি তাইওয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেন। সলোমন আইল্যান্ডসের রাজধানী হোনিয়ারাতে এবছরের নভেম্বরে প্যাসিফিক গেমস অনুষ্ঠিত হবে। এই গেমস আয়োজনের জন্য চীন সেখানে স্টেডিয়াম তৈরি করে দিয়েছে এবং গেমসের নিরাপত্তার আয়োজনেও তারা সাহায্য করছে। সলোমন আইল্যান্ডসের ৮০ জন অ্যাথলেট চীনে প্রশিক্ষণ নিতে যাবেন এ সপ্তাহে। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ গ্রেয়াম স্মিথ বলেন, প্যাসিফিক গেমসের কথা মনে রেখে এই সময়টায় এই সফরের আয়োজন করা হয়েছে এবং সেখানে অ্যাথলেটদের পাঠানো হচ্ছে এবং তারা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে... চীনা পররাষ্ট্রনীতি কী অর্জন করেছে তা চীনের মানুষকে দেখানোও এর একটা উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস দেখিয়েছে সেজন্যে মি. সোগাভারেকে চীনে বিরাট সম্মান দেখানো হবে। লোয়ি ইন্সটিটিউটের প্যাসিফিক আইল্যান্ডস প্রোগ্রামের পরিচালক মেগ কিন বলেন, প্রশান্ত মহাসাগরের ঐ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সলোমন আইল্যান্ডসের সাথেই চীনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্যাসিফিক গেমস এবং নির্বাচন সামনে রেখে মি. সোগাভারে জাতীয় এবং রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে চীনের কাছ থেকে আরও সহায়তা চাইবেন। তবে মেগ কিন বলছেন মি. সোগাভারে তার দেশকে নিয়ে যে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে হয়তো যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের দেয়া সাহায্যও গ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশে সরকারি দপ্তরের তথ্য ফাঁস কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে?

দিল্লির প্রাচীন সব অপরাধ প্রকাশ পেল ১৮ শতকের পুলিশ রেকর্ডসে

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ প্রায় দেড়শো বছর আগে ১৮৭৬ সালে জানুয়ারির এক শীতের রাত। দুই ক্লান্ত পথিক কড়া নাড়ে দিল্লির সাবজি মান্ডি এলাকায় মোহাম্মদ খানের বাড়িতে। ভারতের রাজধানীর এই এলাকা সরু অলি গলিতে ভর্তি। দুই পথিক রাতের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন মোহাম্মদ খানের কাছে।

খান বেশ সাদরেই অতিথিদের তার নিজের ঘরে ঘুমাতে দেন। কিন্তু সকালে উঠে আবিষ্কার করেন লোক দুটি হাওয়া। সেইসঙ্গে তিনি তাদের ঘুমানোর জন্য যে তোশক দিয়েছিলেন সেটিও গায়েব। খান বুঝতে পারেন তিনি এক অভূতপূর্ব চুরির শিকার হয়েছেন।

ঘটনার প্রায় ১৫০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে, খানের সেই দুর্ভাগ্যের কাহিনী উঠে এসেছে সম্প্রতি প্রকাশ হওয়া দিল্লির প্রাচীনতম সব অপরাধ তালিকায় ‑ যে রেকর্ডগুলি দিল্লি পুলিশ তাদের ওয়েবসাইটে গত মাসে আপলোড করেছে।

এই ‘অ্যান্টিক এফআইআরস’ এরকম আরো ২৯টি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছে, যেগুলি শহরের পাঁচটি প্রধান পুলিশ স্টেশনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। থানাগুলো হল ‑ সাবজি মান্ডি, মেহরাউলি, কোতয়ালি, সদর বাজার এবং নাঙলোই। ওই এফআইআরগুলো করা হয় ১৮৬১ থেকে ১৯০০ সালের ভেতরে। খানের ঘটনায় পুলিশ লোক দুজনকে গ্রেফতার করে এবং চুরির দায়ে তাদের তিন মাসের জন্য কারাগারে পাঠায়।

এই এফআইআরগুলি হাতে লেখা হয়, শুদ্ধ উর্দু শিকাস্থা স্ক্রিপ্টে যেখানে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

দিল্লি পুলিশের সহকারি কমিশনার রাজেন্দ্র সিং কালকালের নেতৃত্বে একটি দল এই এফআইআরগুলি অনুবাদ করে সেগুলো সংকলন করেছে। প্রতিটি ঘটনার ইলাসট্রেশন করেছেন রাজেন্দ্র সিং নিজে।

মি. কালকাল বিবিসিকে বলেছেন এই রেকর্ডগুলো যেন ‘তার সাথে কথা বলেছে’ কারণ এগুলো এমন একটা শহরের মানুষদের জীবনের উপর আকর্ষণীয় অর্ন্তদৃষ্টি দিয়েছে যে শহর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন ‑ ফাইলগুলো অতীতের পাশাপাশি বর্তমানেরও একটা জানালার মতো।

বেশিরভাগ অভিযোগ অবশ্য সামান্য চুরির মতো অপরাধ নিয়ে ‑ কমলা, বেডশিট অথবা আইসক্রিম চুরি, যা অনেকটা হাস্যরসের খোরাক মনে হতে পারে।

একদল লোক একবার এক রাখালের উপর আক্রমণ করে, তাকে চড় থাপ্পড় মারে ও তার ১১০টি ছাগল ছিনিয়ে নেয়। আরেকজন একটা বেডশিট প্রায় চুরি করে ফেলেছিল কিন্তু ঘটনাস্থলের ’৪০ ধাপের মধ্যেই’ ধরা পড়ে যায়।

আবার দর্শন নামে এক চটের বস্তার মালিক, দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঠগদের হাতে বেদম মার খান এবং তারা তার লেপ ও একজোড়া জুতার মধ্যে একটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু যাদের ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা জানাশোনা আছে, তাদের কাছে এসব একটু বেখাপ্পা মনে হতে পারে, বিশেষ করে দিল্লির ইতিহাসে ১৮৬০ এর সময়টা যখন ভীষণ উত্তেজনার।

তার কয়েক বছর আগে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ যেটিকে অনেকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে থাকেন, ব্রিটিশরা সেটি দমনের মাধ্যমে মাত্রই মুঘল শাসনের ইতি ঘটেছে।

দিল্লি শহরটি যেখানে মুঘল রাজকীয় সব নির্দশন, শিল্পকলা, সুফি দর্শন আর আনন্দময় বাগানে ভরা ছিল ‑ সেটি তখন পরিত্যক্ত ও লুটপাটের এক শহর।

শিল্পী ও ঐতিহাসিক মাহমুদ ফারুকী মনে করেন সেসময় তেমন মারাত্মক কোন অপরাধ সংঘটিত না হবার একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে, মানুষ তখন ব্রিটিশদের কঠোর শাসনে ভীত ছিল।

বিশেষ করে বিদ্রোহের পরের বছরগুলোতে ব্রিটিশরা প্রচন্ড কড়া শাসন চালু রাখে। নারী, পুরুষ ও শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। অনেককেই দিল্লি থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয় এবং তারা তখন আশপাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করেন।

আর অল্প যে কজন শহরে থেকে গিয়েছিল তারা প্রতিনিয়ত গুলি খাওয়ার বা ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার অবিরাম ভীতির মধ্যে বাস করছিলেন।

সময়টা ছিল ভয়াবহ নৃশংসতার। মানুষ আতঙ্কিত ছিল এবং যে নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল সেই ট্রমা তাদের বহু বছর তাড়া করে ফেরে।

মি. ফারুকী আরো বলেন, অন্যান্য শহর যেমন কলকাতা সেখানে ইতিমধ্যে আধুনিক পুলিশি কাঠামো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু দিল্লি অনেকটা ‘পুরোনো’ পদ্ধতির মুঘল আমলের পুলিশি ব্যবস্থাতেই চলতে থাকে, যা আসলে পুরোপুরি বাতিল করা বা বদলে ফেলা ছিল কঠিণ।

তাই রেকর্ডে অসঙ্গতি বা ফাঁক থাকার ব্যাপারটিও পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এই রেকর্ডগুলি যা এখন দিল্লি পুলিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে, তা গত বছর আবিষ্কার হয়। মি. কালকাল যিনি এই মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা ও সংরক্ষণের প্রধান, বলছিলেন একদিন পুরনো আর্কাইভ ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়েই এগুলো আবিষ্কার করেন তিনি।

আমি দেখলাম শতশত এফআইআর অন্ধকারে পড়ে রয়েছে। যখন আমি এগুলো পড়লাম তখন বুঝতে পারলাম যে কীভাবে ২০০ বছরেও এই ফরম্যাটটা অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে।

মি. কালকাল বলেন, তিনি অপরাধের নিরীহ প্রবৃত্তি দেখে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছেন। এমন একটা সময় যখন সিগারেট, পায়জামা বা কমলার মতো জিনিস চুরি করা ছিল ‘সবচেয়ে খারাপ বিষয়’।

তবে ঘটনা হল এ সমস্ত সামান্য অপরাধগুলো পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে মানে এই না যে অন্য আরো ভয়ানক অপরাধ সেইসময় ঘটছিল না।

মি. কালকালের সন্দেহ প্রথম হত্যাকান্ডের ঘটনা হয়তো ১৮৬১ সালেই ঘটে থাকবে, যখন ব্রিটিশদের অধীনে পুলিশি ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ রুপ পায় ইন্ডিয়ান পুলিশ অ্যাক্ট দ্বারা।

মার্ডার কেসের খোঁজ পাওয়া আমাদের এই গবেষণার উদ্দেশ্য নয় তবে আমি নিশ্চিত এটা এখানেই কোথাও আছে বলেন তিনি। অনেক অভিযোগের ক্ষেত্রেই মামলার ফলাফল বলা হয়েছে ‘আনট্রেসাবল’ অর্থাৎ অপরাধীকে ধরা যায় নি।

কিন্তু আরো অনেক মামলা যেমন মি. খানের ঘটনায় দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করা হয়েছে, যার মধ্যে বেত্রাঘাত, চাবুক মারা থেকে শুরু করে কয়েক সপ্তাহ বা মাসের জেল পর্যন্ত আছে।

একবার ১৮৯৭ সালে শহরের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত এলাকার ২৩৩ রুমের হোটেল ইম্পেরিয়ালে একটা অপরাধ সংঘটিত হয়।

হোটেলের এক বাবুর্চি ‘ইংরেজিতে লেখা এক অভিযোগমানা’ নিয়ে সাবজি মান্ডি পুলিশ স্টেশনে আসে। যেখানে লেখা ছিল একদল চোর অভাবনীয় উপায়ে হোটেলের কোন একটা কক্ষ থেকে একটা মদের বোতল ও এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে গিয়েছে।

হোটেল কর্তৃপক্ষ এটি উদ্ধারে ১০ টাকার আকর্ষণীয় পুরস্কারও ঘোষণা করে। কিন্তু এই মামলার কোন সমাধান হয়নি।

এখনকার অপরাধগুলো এতোটাই জটিল হয়ে উঠেছে যে মাসের পর মাস বা বছরও লেগে যায় সেগুলোর সমাধান করতে। কিন্তু সেসময় জীবন কত সহজ ছিল, আপনি একটা মামলার সমাধান করবেন অথবা করবেন না পরিস্থিতি ছিল এমন। বলেন মি. কালকাল।

মি. কালকালের দল এটি সংকলন করতে পেরে খুবই খুশি ছিল কিন্তু তিনি বলছিলেন এর অনুবাদের শুরুর প্রক্রিয়াটা অতোটা আনন্দের ছিল না। উর্দু শিকাস্থা স্ক্রিপ্ট পড়তে গিয়ে এবং সেগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে কয়েকবারই তাদের গলদঘর্ম হতে হয়েছে। তার দলকে তাই শহরের আনাচে কানাচে থেকে খুঁজে আনতে হয়েছে উর্দু ও পারসি স্কলার এবং মৌলভিদের।

তবে আমরা সবসময় জানতাম এই পরিশ্রমের মূল্য আছে, বলেন কালকাল।

তিনি সবচেয়ে মজা পেয়েছেন এক পুলিশ কর্মকর্তার একটি তদন্ত কাজের বর্ণনায়, যেখানে চুরির তদন্ত করতে গিয়ে ঐ কর্মকর্তা কীভাবে তার প্রিয় বাহন যেটা ছিল একটা ঘোড়া সেটাকে, প্রখর রোদের মধ্যে ‘বাধ্য হয়ে রাখা’ নিয়ে বিরক্ত ছিলেন।

এই বিস্তারিত বর্ণনাগুলো আপনাকে অবাক করবে যে আমরা কতদূর এগিয়ে গিয়েছে, তাই না?

ব্রিটেনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ‘রকসলিড’ ঃ প্রেসিডেন্ট বাইডেন

লন্ডন ঃ পশ্চিমা দেশের জোট নেটোর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যাওয়ার পথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সোমবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সাথে ডাউনিং স্ট্রিটে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠক করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে ক্লাস্টার বোমা পাঠাবে বলে ঘোষণা করার পর এই বৈঠক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সুনাক এবিষয়ে যুক্তরাজ্য ওয়াশিংটনকে নিরুৎসাহিত করবে বলে মন্তব্য করেছেন। বৈঠকের সময় মি. বাইডেন আমেরিকা-ব্রিটেন সম্পর্ককে, তার ভাষায়, রক সলিড (অপরিবর্তনীয়) বলে বর্ণনা করেন।

এই বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট বাইডেন এখন উইন্ডসর ক্যাসেলে রাজা চার্লসের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি রাজকীয় অভিবাদন গ্রহণ করবেন এবং রাজা চার্লসের সাথে আলোচনার আগে ওয়েলশ গার্ডদের পরিবেশিত মার্কিন জাতীয় সঙ্গীত শুনবেন।

আগামীকাল লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে নেটো শীর্ষ সম্মেলন হচ্ছে এবং সেখানে মি. বাইডেন ও মি. সুনাকের মধ্যে আবার সাক্ষাৎ হবে বলে কথা রয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর ডাউনিং স্ট্রিটে মি. বাইডেনের প্রথম সফরের সময় তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন যে তার চেয়ে কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বৃহত্তর মিত্র আর নেই।

বিবিসি সংবাদদাতা ফ্র্যাঙ্ক গার্ডনার জানাচ্ছেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এই সফর এমন এক সময়ে হলো যখন ব্রিটেনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত বিশেষ সম্পর্ক চাপের মধ্যে রয়েছে এবং যখন ইউক্রেনকে ক্লাস্টার বোমা সরবরাহের ক্ষেত্রে তার সাথে মিত্র দেশগুলোর মতভেদ তৈরি হয়েছে।

এই সফরের একটি ভাল দিক হলো রাজা চার্লসের সাথে মি. বাইডেনের সম্পর্ক বেশ ভাল। জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশের প্রশ্নে এ দু’জনের মধ্যে মতের মিল রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট মে মাসে রাজা চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। নেটোর পরবর্তী মহাসচিব হওয়ার জন্য ব্রিটেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেন ওয়ালেসের প্রচেষ্টায়ও তিনি বাধা দিয়েছেন বলে ব্যাপকভাবে খবরে বলা হয়েছে।

ডেঙ্গু রোগীর প্লাটিলেট নিতে হয় কেন আর কখন?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর জন্য রক্ত চেয়ে দেয়া পোষ্টের সংখ্যা জানান দেয় পরিস্থিতি কতোটা জটিল রূপ নিয়েছে। মশাবাহিত এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে প্লাটিলেটের মাত্রা কমে যাওয়ার কারণেই রক্তের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। মানুষের রক্তে তিন ধরনের ক্ষুদ্র রক্তকণিকার মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি প্লাটিলেট। যাকে বাংলায় অণুচক্রিকা বলা হয়। অণুচক্রিকার উৎপাদন হয় অস্থিমজ্জায়। প্লাটিলেট রক্ত জমাট বাঁধতে ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরের প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তে প্লাটিলেটের মাত্রা দেড় লাখ থেকে সাড়ে চার লাখ পর্যন্ত। এই পরিমাপের চাইতে প্লাটিলেটের মাত্রা কমে গেলে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। ফলে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি দেখা দেয়। রক্তে প্লাটিলেট কমতে শুরু করাকে চিকিৎসা শাস্ত্রে বলা হয় থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া। কেবল ডেঙ্গু নয়, আরও নানা রোগে রক্ত সংক্রমণে প্লাটিলেটের সংখ্যা কমতে পারে। তবে, প্লাটিলেট এক লাখের নীচে নেমে গেলে তাকে জটিল পরিস্থিতি বলে ধরে নেওয়া যায়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. অনিরুদ্ধ ঘোষ সতর্ক করেছেন, এ প্লাটিলেটের সংখ্যা ২০ হাজারের নিচে নেমে এলে কোনও প্রকার আঘাত ছাড়াই রক্তক্ষরণ হতে পারে। তিনি বলেছেন, রক্তে প্লাটিলেটের সংখ্যা ১০ হাজারের নিচে নামা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এসময় শরীরের যে কোনও জায়গা থেকে অনবরত রক্তপাত হওয়ার সর্বোচ্চ ঝুঁকি থাকে। মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এ বি এম আবদুল্লাহ জানিয়েছেন প্লাটিলেট কমে গেলেই যে রক্ত নিতে হবে এমনটা নয়। কেননা ডেঙ্গু রোগীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্লাটিলেট কমে যাওয়াই একমাত্র সমস্যা নয় বরং শরীরের রক্তরস কমে যাওয়া, রক্তচাপ কমে যাওয়াও পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে পারে। সেক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দিলে রোগীকে সারিয়ে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে রক্ত দেয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে, তিনি বলেছেন। তিনি বলেন, বেশিরভাগ ডেঙ্গু রোগীর প্লাটিলেট দেয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। রক্তে প্লাটিলেটের সংখ্যা কমে যায় খুব কম সময়ের জন্য ‑ হয়তো দুই তিন দিন। এরপর নিজে থেকেই প্লাটিলেট বাড়তে থাকে। তাই আমরা ঢালাওভাবে রক্ত নেয়ার পরামর্শ দেই না। আমাদের রোগীও আছে ১০ হাজার প্লাটিনেট নেমেছে, তাও লাগেনি। রোগী ভালো হয়ে গিয়েছেন। যদি রোগীর রক্তক্ষরণ বেশি হয়, রক্তরস কমে যায়, হিমোগ্লোবিন কমে যায়, প্রেশার কমে যায় তাহলেই রক্ত দেয়ার কথা বলি, বলেন অধ্যাপক এ বি এম আবদুল্লাহ। আবার অনেক সময় প্লাটিলেটের সংখ্যা বেশি থাকলেও এর কার্যকারিতা কমে যাওয়ার কারণে রোগীর অবস্থার অবনতি হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ডেঙ্গু ধরা পড়লে দেরী না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলেছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. অনিরুদ্ধ ঘোষ। ডেঙ্গু জ্বর নির্ণয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। তবে এনএসওয়ান নামে অ্যান্টিজেন পরীক্ষার মাধ্যমে ডেঙ্গু হয়েছে কি না দ্রুত বোঝা যায়। জ্বর হওয়ার পাঁচদিনের মধ্যে এই পরীক্ষাটি করানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এছাড়া রক্তের সিবিসি (কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট) পরীক্ষা করার মাধ্যমে প্লাটিলেটের সংখ্যা নিরূপণ করা যায়। পরীক্ষায় প্লাটিলেট কম এলেই যে রোগীকে প্লাটিলেট দিতে হবে এমনটি নয় বলে জানিয়েছেন ডা. ঘোষ। সাধারণত চিকিৎসকরা রোগীর বয়স, স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বুঝেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। সাধারণত এক ইউনিট প্লাটিলেটের জন্য চারজন দাতার থেকে রক্ত নিতে হয়। এক ইউনিট প্লাটিলেট দিলে ২০ হাজার কাউন্ট প্লাটিলেট বাড়তে পারে। প্লাটিলেট সঞ্চালন বেশ ব্যয়বহুল ও জটিল পদ্ধতি। বাংলাদেশের সব হাসপাতালে রক্ত থেকে প্লাটিলেট পৃথক করার যন্ত্রও নেই। এ কারণে ঘরে ডেঙ্গু রোগী থাকলে আগে থেকেই আশেপাশের কোন হাসপাতালে প্লাটিলেট সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে সে বিষয়ে খোঁজ রাখতে হবে। সাধারণত ডেঙ্গু জ্বর জটিল রূপ নিলে বা রক্তক্ষরণ দেখা দিলে সেটাকে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার বলা হয়। এক্ষেত্রে রক্ত নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রথমত প্লাটিলেট এক লাখের নিচে থাকবে, রক্তের হেমাটোক্রিট বা পিসিভি অর্থাৎ প্যাকড সেল ভলিউম বেড়ে যাবে, রক্তনালী থেকে রক্তরস বেরিয়ে আসার সমস্যা দেখা দেবে। কখন রক্ত নিতে হয়?ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে মূলত রোগীর রক্তনালীগুলোর দেয়ালে যে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, সেগুলো বড় হয়ে যায়। এতে রক্তনালীর দেয়াল ভেদ করে রক্তের জলীয় উপাদান বা রক্তরস নালির বাইরে বের হয়ে আসে। একে প্লাজমা লিকিংও বলা হয়। এতে রোগীর পেটে-বুকে জল জমতে পারে। সেইসাথে রোগীর রক্তচাপ কমতে থাকে।

তিন শতাধিক অভিবাসী নিয়ে স্পেনের কাছে তিন নৌকা নিখোঁজ

স্পেন (এজেন্সী) ঃ আফ্রিকার দেশ সেনেগাল থেকে দুশোর বেশি অভিবাসী নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একটি নৌকার সন্ধান করতে শুরু করেছে স্প্যানিশ উদ্ধার কর্মীরা। এক সপ্তাহের বেশি আগে ওই নৌকাটি ক্যানারি আইল্যান্ডের কাছাকাছি এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। সেসময় এরকম আরও দুটি নৌকা নিখোঁজ হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, যাতে শতাধিক যাত্রী ছিল। দাতব্য সংস্থা ওয়াকিং বর্ডার জানাচ্ছে, সেনেগালের উপকূলীয় শহর কাফোন্তিন থেকে একটি মাছ ধরার নৌকায় করে অভিবাসীরা রওনা হয়েছিলেন। সেই নৌকায় অনেক শিশুও রয়েছে। নৌকাগুলো ২৭শে জুন ক্যানারি দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর থেকে আর সেগুলোর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। স্পেনের সমুদ্রে উদ্ধারকারী সংস্থা বার্তা সংস্থা ইফেকে জানিয়েছে, উদ্ধার অভিযানে একটি বিমানও অংশ নিয়েছে। তবে নিখোঁজ হওয়া অন্য দুটি নৌকা সম্পর্কে খুব কমই তথ্য জানা গেছে।

ওয়াকিং বর্ডারের কর্মকর্তা হেলেনা মালেনোকে উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানাচ্ছে, অন্য নৌকাগুলোর একটিতে ৬৫ জন যাত্রী ছিল, আরেকটিতে ৬০ জন ছিল বলে জানা যাচ্ছে। তিনটি নৌকা মিলিয়ে তিনশোর বেশি অভিবাসী ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভূমধ্যসাগরের গ্রীক উপকূলের কাছে জুন মাসের মাঝামাঝি অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে একটি ট্রলার ডুবে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আবার এই নিখোঁজের ঘটনা ঘটলো। ওই ঘটনায় অন্তত ৭৮ জন নিহত হয়েছিল। জাতিসংঘ বলেছে, ওই নৌকার অন্তত ৫০০ যাত্রী এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। আফ্রিকার যেসব পথ দিয়ে অভিবাসীরা ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক নৌপথের অন্যতম এই ক্যানারি দ্বীপে যাওয়ার চেষ্টা। শুধুমাত্র হালকা মাছ ধরার নৌকায় করে যাত্রা করার কারণেই নয়, বরং শক্তিশালী আটলান্টিক স্রোতও সেখানে বিপদ ঘটাতে পারে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) তথ্য অনুযায়ী, গত বছর সাগর পাড়ি দিয়ে স্প্যানিশ দ্বীপে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে গিয়ে অন্তত ৫৫৯ জন মানুষ নিহত হয়েছেন। এর আগে ২০২১ সালে এই মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১১২৬ জন। স্পেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে আইওএম জানিয়েছে, ২০২২ সালে অবৈধভাবে ১৫ হাজার ৬৮২ জন অভিবাসী স্পেনে এসেছে, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কম। তবে আইওএম বলছে, তুলনামূলকভাবে কমছে বলে মনে হলেও, ২০২০ সালের আগে যতো অভিবাসী এই বিপজ্জনক পথে সাগর পাড়ি দিয়ে আসতেন, তার চেয়ে এখনো অভিবাসীদের আসার হার অনেক বেশি।